বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.plandiv.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক নির্দেশনায়	:	**সোলেমান খান** সচিব পরিকল্পনা বিভাগ
সম্পাদনা পরিষদ	:	**ড. সাদিয়া শারমিন,** সভাপতি যুগ্মসচিব (বাপ্রএসা), পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব তাহমিনা তাছলীম,** সদস্য যুগ্মসচিব, সমন্বয় ও আইন, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান,** সদস্য উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব ফরিদা সুলতানা,** সদস্য উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা-১ ও ২, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব সামিহা ফেরদৌসী,** সদস্য উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা-৩ ও ৪, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব ফাতেমা তুল জান্নাত,** সদস্য উপপ্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব জেসমুন নাহার,** সদস্য উপপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন **জনাব তাহসিনা বেগম,** সদস্য উপপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন **জনাব উম্মে হাসিনা,** সদস্য উপপ্রধান, কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন **জনাব হুরে জান্নাত,** সদস্য উপসচিব, বাজেট ও এপিএ, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব মোঃ মাকছুদুল ইসলাম,** সদস্য উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন **জনাব মনিরা পারভীন,** সদস্য উপসচিব, প্রশিক্ষণ অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব মাকসুদা আক্তার মাসু,** সদস্য সিনিয়র সহকারী সচিব, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন **জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন,** সদস্য সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন **জনাব সাইয়েমা হাসান,** সদস্য সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশিক্ষণ শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব ধুসর প্রকৃতি গাইন,** সদস্য সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ **জনাব মোঃ মহিন উদ্দীন মিজান,** সদস্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও **মোঃ ইয়ারুল ইসলাম,** সদস্য-সচিব উপসচিব, সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ
ডিজাইন	:	**ড. সাদিয়া শারমিন** যুগ্মসচিব (বাপ্রএসা), পরিকল্পনা বিভাগ
কম্পিউটার কম্পোজ	:	**সুব্রত কুমার মন্ডল** সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব	:	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল	:	০৯ অক্টোবর, ২০২৪

বাণী

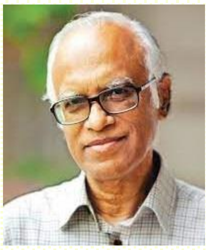

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
উপদেষ্টা
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি জেনেছি রুলস অব বিজনেস-১৯৯৬ এর আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে এই বার্ষিক প্রতিবেদন উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে উপস্থাপন করতে হয় এবং এই প্রতিবেদন মুদ্রণ করা হয় ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এটি একটি ভালো উদ্যোগ বলে মনে করি।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব নিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। গঠন করা হয়েছে বেশ কিছু কমিশন, কমিটি, টাস্কফোর্স ইত্যাদি। বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনঃনির্ধারণের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। একটি ন্যায্য, টেকসই এবং গতিশীল অর্থনীতির ভিত তৈরিতে এটি সহায়ক হবে বলে মনে করি। এছাড়া, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির দাপ্তরিক কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা কমিশন থেকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে জনবলের বিবরণ, কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

মুখবন্ধ

সোলেমান খান
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রমের উপর পরিকল্পনা বিভাগ নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল সেক্টর/ডিভিশনের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যেমন বিস্তীর্ণ, কাজের প্রকৃতিও ভিন্ন ধরণের। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এই প্রতিবেদন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এবং বিভিন্ন গবেষণা ও নীতিনির্ধারকদের স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করছি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সোলেমান খান

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগের সৃষ্টি ও গঠন	১৩
১.০	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	১৪
১.১	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি	১৫
১.২	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপরিধি	১৬
১.৩	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
১.৪	পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ	১৮
১.৫.১	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)	১৯
১.৫.২	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) গঠন ও কার্যপরিধি	১৯
১.৫.৩	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)	১৯
১.৫.৪	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর গঠন ও কার্যপরিধি	১৯
১.৬	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	২১
	দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিকল্পনা বিভাগ	২৩
২.০	পরিকল্পনা বিভাগ	২৪
২.১	পরিকল্পনা বিভাগের ভিশন	২৫
২.২	পরিকল্পনা বিভাগের মিশন	২৫
২.৩	পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি	২৫
২.৪	পরিকল্পনা বিভাগের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	২৬
২.৫	পরিকল্পনা বিভাগের অনুবিভাগসমূহের কার্যাবলি	২৭
২.৫.১	প্রশাসন অনুবিভাগ	২৭
২.৫.২	বাজেট অনুবিভাগ	৩৪
২.৫.৬	এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ	৩৭
২.৫.৮	সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ	৪০
২.৫.৯	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর কার্যাবলি	৪২
২.৫.১০	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৫১
	তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহের কার্যপরিধি ও অর্জন	৫৭
৩.০	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	৫৮
৩.১	কার্যক্রম বিভাগ	৬৫
৩.২	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	৭৩
৩.৩	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৮৫
৩.৪	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ	৯৭
৩.৫	শিল্প ও শক্তি বিভাগ	১০৯

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি ও গঠন

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

১.০ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

১.১ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) "পরিকল্পনা বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (তাঁর কেবিনেট মন্ত্রীর "র‍্যাংক" ছিল না)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার "প্রধান" এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; বিভাগসমূহ হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বহিঃসম্পদ এবং প্রশাসন। কমিশনকে সরাসরি সরকার প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" নামে আলাদাভাবে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহিঃসম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান "অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ" নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এ কমিশনের চেয়ারপারসন।

সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে বর্ণিত ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্ত করে পরিকল্পনা বিভাগের একটি অনুবিভাগ করা হয়। দেশের উন্নয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ (বর্তমানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য, একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দৃষ্টি নন্দন সুপরিসর আধুনিক পরিসংখ্যান ভবন নির্মিত হয় এবং ২৫ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.২ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপরিধি

(ক) কমিশনের কার্যপরিধি

১. দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;

৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;

৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পন্ন; ও

৫. পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

(খ) প্রয়োজনে কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব;

২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব;

৩. সচিব, অর্থ বিভাগ;

৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;

৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; ও

৭. গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ। এ কমিশনে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) পরিকল্পনা বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১.৩ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ৬টি বিভাগ এবং ৩০টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দু'টি বিভাগ যথা-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে এবং কার্যক্রম বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন খাতওয়ারী সমুদয় বন্টন ও এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত। বাকী ৪টি বিভাগ যথা, ভৌত-অবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ এর দায়িত্ব প্রধান এবং অনুবিভাগের দায়িত্ব যুগ্ম-প্রধানের ওপর ন্যস্ত। অনুবিভাগসমূহ অধিশাখায় এবং অধিশাখাসমূহ শাখা পর্যায়ে বিভক্ত। উপ-প্রধান অধিশাখার দায়িত্ব এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান শাখার দায়িত্ব পালন করেন।

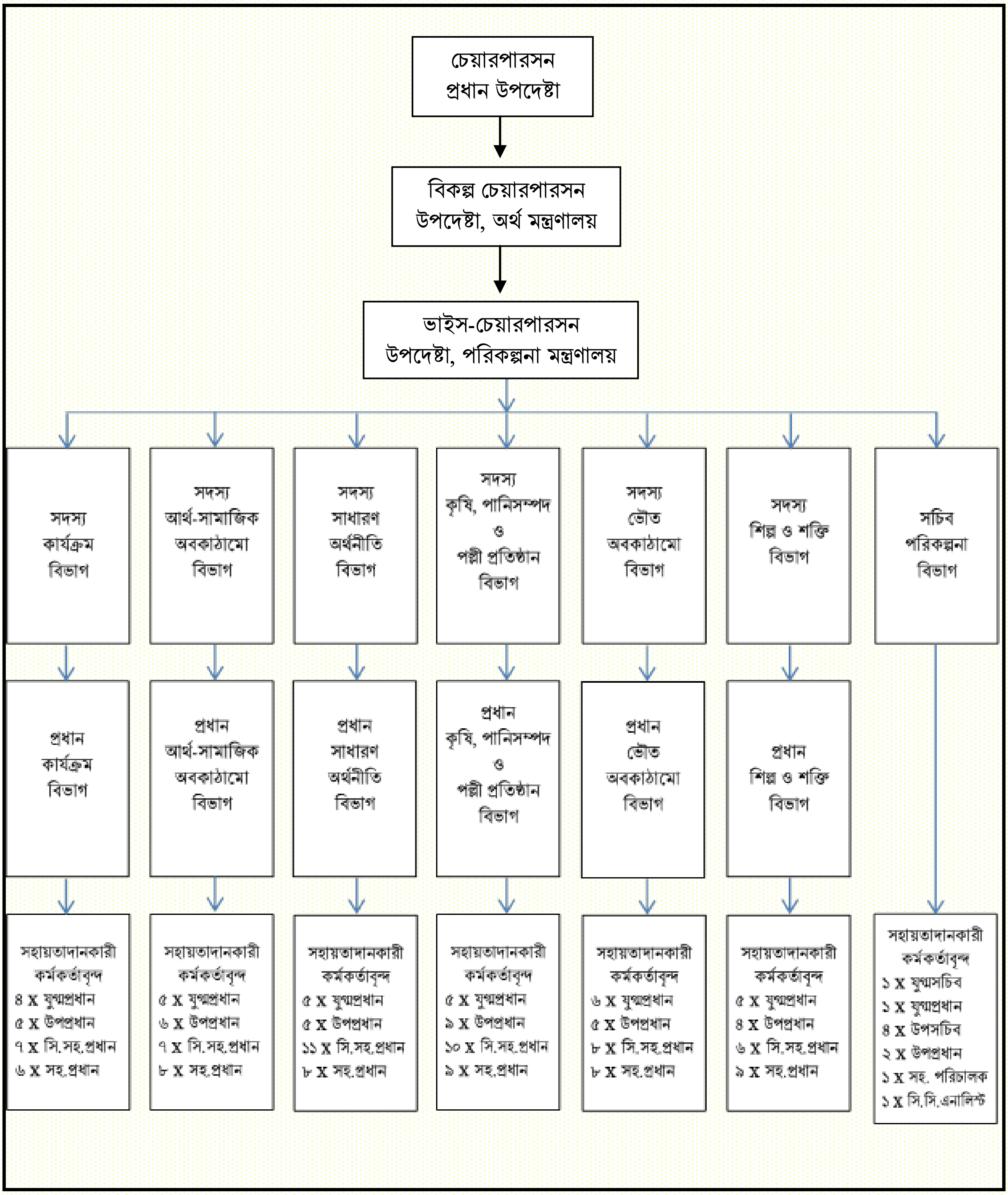

১.৪ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

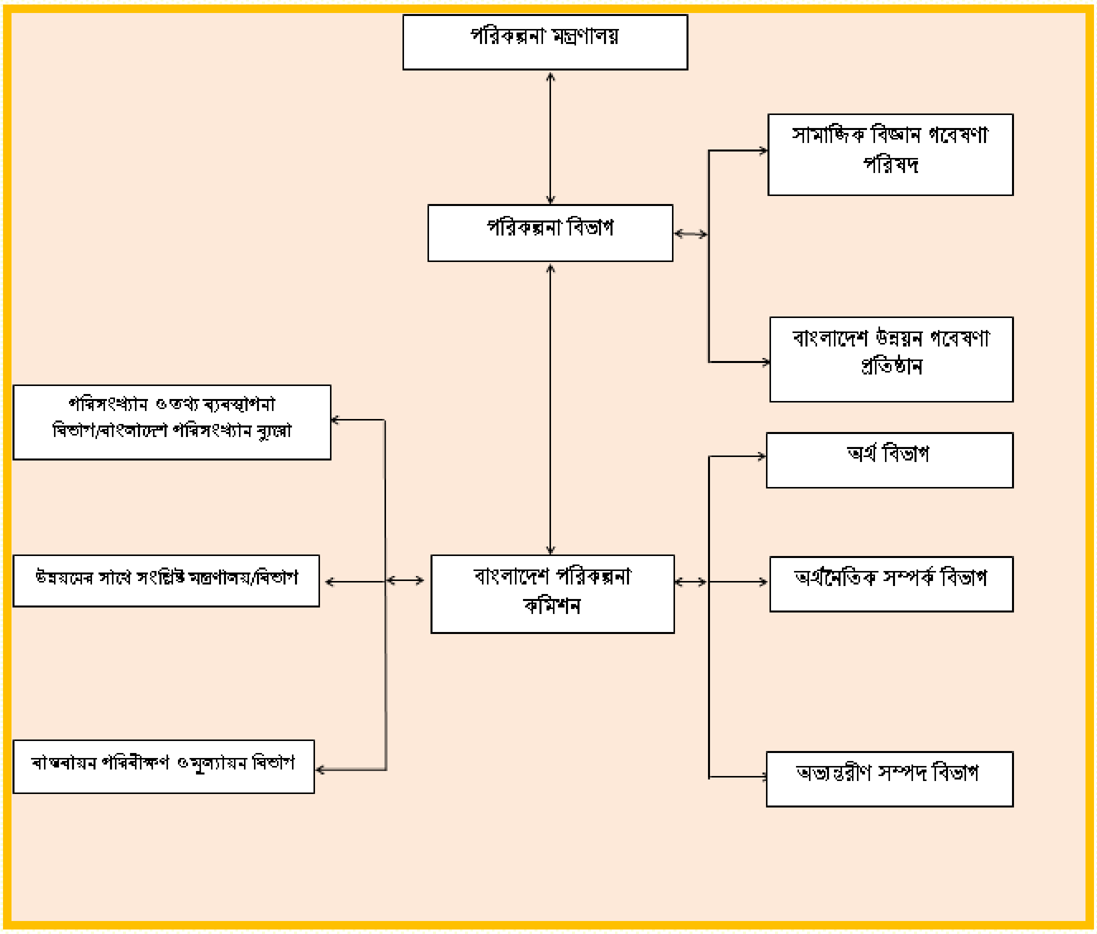

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা দান করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন প্রদান করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

১.৫ এনইসি ও একনেক

১.৫.১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী জাতীয় নীতিগত উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে প্রণীত অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত দলিল বিবেচনা ও অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফোরাম।

১.৫.২ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) গঠন ও কাঁযপরিধি

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.২৪.১৫৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার “জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)” নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) পরিষদের গঠন

১.	ড. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রধান উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্য	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৫-১০. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব

এ পরিষদে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) পরিষদের কার্যপরিধি

১. সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কিত নীতি ও কৌশল গ্রহণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
২. দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;
৩. দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং
৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

(ঘ) পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

(চ) এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২৪.০৬ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে।

১.৫.৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি যা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের যাচাই, বিনিয়োগ অনুমোদন ও অগ্রগতি তথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

১.৫.৪ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর গঠন ও কার্যপরিধি

২০ আগস্ট ২০২৪ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৪.২৪.১৪৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **“জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)”** নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা	চেয়ারপারসন
২.	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩.	জনাব ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	ড. আসিফ নজরুল উপদেষ্টা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব হাসান আরিফ উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ তৌহিদ হোসেন উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব:) উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব আদিলুর রহমান খান উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব আলী ইমাম মজুমদার উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত	সদস্য
১০.	জনাব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টা, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
৩. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৪. সচিব,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬. সচিব, অর্থ বিভাগ
৭. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৮-১৩. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
১৪. সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি**

১. সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;

২. সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;

৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪. বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;

৫. দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা; এবং

৬. বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(ঘ) **কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে**

(ঙ) **পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে**

(চ) **এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২৪.১০ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল বলে গণ্য হবে।**

১.৬ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের জনবল কাঠামো

৯ম থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সদস্য	০৫
২.	প্রধান	০৬
৩.	যুগ্মপ্রধান	৩০
৪.	উপপ্রধান	৩৩
৫.	উপপ্রধান (নন-ক্যাডার)	০১
৬.	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৪৯
৭.	সহকারী প্রধান	৪৮
৮.	গবেষণা কর্মকর্তা	০৯
মোট:		**১৮১**

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭৫
৩.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০২
মোট:		**১০৬**

১১তম থেকে ১৮তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১০
২.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৯
৩.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩
৪.	ফটোকপি অপারেটর	০২
মোট:		**৬৪**

১৯তম থেকে ২০তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	অফিস সহায়ক	১২৫
মোট:		**১২৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগ

২.০ পরিকল্পনা বিভাগ

বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ সনে 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'পরিকল্পনা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২.১ পরিকল্পনা বিভাগের ভিশন

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

২.২ পরিকল্পনা বিভাগের মিশন

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

২.৩ পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) পরিকল্পনা বিভাগ, নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দায়িত্ব ছাড়াও পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;
- একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন;
- নতুন শক্তি (Energy) সম্ভাবনার উপর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং শক্তি (Energy) সংশ্লিষ্ট সকল আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন;
- জাতীয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরী ও প্রক্রিয়াকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান;
- যে কোন সেক্টরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ এবং এ জাতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত চুক্তি সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশনসহ পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;
- পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের তথা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (এসএসআরসি) প্রশাসন ও এর নিয়ন্ত্রণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষকদের প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিবেদন/জার্নাল প্রকাশ;
- পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি,
- পরিকল্পনা বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন কাজ সংক্রান্ত ফি প্রদান (কোর্ট ফি বাদে)।

২.৪ পরিকল্পনা বিভাগের জনবল কাঠামো

৯ম থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সচিব	০১
২.	যুগ্মসচিব	০১
৩.	যুগ্মপ্রধান	০১
৪.	উপসচিব	০৪
৫.	উপপ্রধান	০২
৬.	সহকারী পরিচালক	০১
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিবসহ)	১১
৮.	সহকারী সচিব	০২
৯.	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১
১০.	সহকারী প্রধান	০২
১১.	সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট	০১
১২.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১
১৩.	প্রোগ্রামার	০১
১৪.	মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৫.	সহকারী প্রোগ্রামার	০২
১৬.	সহকারী মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৭.	আইন কর্মকর্তা (প্রেষণ)	০১
১৮.	বাজেট অফিসার	০১
১৯.	লাইব্রেরী অফিসার	০১
২০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২
২১.	ডকুমেন্টেশন অফিসার	০১
২২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
মোট:		**৪০**

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	লাইব্রেরীয়ান	০১
২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭
৩.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১১
৪.	গবেষণা অনুসন্ধানী	০১
৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০২
মোট:		**৩২**

১১তম থেকে ১৮তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	হিসাবরক্ষক	০৩
২.	ট্রেজারার	০১

৩.	কম্পিউটার অপারেটর	০৭
৪.	ড্রাফ্টসম্যান	০৩
৫.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৫
৬.	ক্যাশিয়ার	০১
৭.	ক্যাটালগার	০২
৮.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯
৯.	ট্রেসার	০২
১০.	টেলিফোন অপারেটর	০২
১১.	গ্রুপ রিডার	০১
১২.	ফটোকপি অপারেটর	০৩
১৩.	ক্যাশ সরকার	০২
মোট:		**৬১**

১৯তম থেকে ২০তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	দপ্তরী	০২
২.	অফিস সহায়ক	৪৬
৩.	সর্টার	০১
৪.	বুক এটেনডেন্ট	০১
মোট:		**৫০**

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগের অনুবিভাগসমূহের কার্যাবলি

২.৫.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগ ৪টি অধিশাখা (প্রশাসন অধিশাখা-১, প্রশাসন অধিশাখা-২, প্রশাসন অধিশাখা-৩ ও প্রশাসন অধিশাখা-৪) ও ৪টি শাখা (সাধারণ শাখা-১, সাধারণ শাখা-২, লাইব্রেরী শাখা, প্রটোকল শাখা ও গ্রহণ ও প্রেরণ) এবং আইসিটি সেল নিয়ে গঠিত। অধিশাখা/শাখা অনুযায়ী প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে:

- প্রথম শ্রেণির ৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত ক্যাডার কর্মকর্তাগণের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়;
- কর্মকর্তাগণের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়ন, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর ও পেনশন প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়;
- মৃত কর্মকর্তাদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে অগ্রায়ণ করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়;
- কর্মকর্তাদের চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে অগ্রায়ণ করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ের কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;
- প্রশাসন অনুবিভাগের আন্তঃসমন্বয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

(খ) প্রশাসন-২ অধিশাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন-২ অধিশাখার আওতায় ১ম গ্রেড হতে ৫ম গ্রেড পর্যন্ত ক্যাডার ও ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাগণের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়ন, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, শৃঙ্খলাজনিত বিষয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, পদ সৃজন, স্থায়ীকরণ ও নিয়মিতকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগের স্থায়ী নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব গ্রেডের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন-২ অধিশাখা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

- বাজেট অফিসার (নন-ক্যাডার, ৯ম গ্রেড) পদে ০১জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেলের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪টি পদ, পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেল, আইন সেল এবং পরিকল্পনা শাখার জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৫টি পদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের PIM (Public Investment Management) Reform অনুবিভাগের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১০টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থায়ীকরণ করা হয়;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ অধিশাখা হতে ১০টি পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ০৮টি পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১১টি পদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১২টি নতুন ক্যাডার পদ সৃজন করা হয়।

(গ) প্রশাসন অধিশাখা-৩ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অধিশাখা-৩ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রশাসন অধিশাখা-৩ কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ২য় শ্রেণি (গ্রেড-১০) ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১১-১৮) সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ২য় শ্রেণির (গ্রেড-১০) কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড ১১-১৮) কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা-সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও চাকরি সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধকরণ, টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, কর্মচারীদের সার্ভিস বুক তৈরি ও হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লিখিত কাজের পাশাপাশি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির ১১টি (গ্রেড-১৩-১৬) এবং ৪র্থ শ্রেণির (গ্রেড-২০) ১৭টিসহ মোট ২৮টি শূন্য পদের নিয়োগ আদেশ জারি করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৭ জন কর্মচারীকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ০১ জন কর্মচারীকে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ০১ জন কর্মচারীকে ক্যাশ সরকার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশাসনিক প্রয়োজনে ২য় ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১০-১৮) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(ঘ) প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অধিশাখা-৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ৪র্থ শ্রেণির (১৯-২০ গ্রেডের) কর্মচারীগণের সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (পরিকল্পনা বিভাগের নিয়োগ বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত) কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম এ শাখা হতে সম্পন্ন হয়।

প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে:

- উচ্চতর গ্রেড/ভাতা প্রদানঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন শাখা-৪ হতে ০৫জন অফিস সহায়ক-কে উচ্চতর গ্রেড প্রদানের আদেশ জারি করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত অর্থ বছরে এ শাখা হতে ০৬জন কর্মচারীর অনুকূলে শিক্ষা সহায়ক ভাতা এবং ৫জন কর্মচারীর অনুকূলে ধোলাই ভাতা প্রদানের মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়;
- ভবিষ্য অগ্রিম উত্তোলনঃ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত ৩৪জন কর্মচারীর অনুকূলে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়। গৃহীত অগ্রিম পরিশোধের নিমিত্ত ১৪টি বিমোচনপত্রের আদেশ জারি করা হয়েছে;
- শ্রান্তি বিনোদন/বহি বাংলাদেশ ছুটিঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৬জন কর্মচারীর অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ১১জন কর্মচারীর অনুকূলে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়। উক্ত অর্থ বছরে ০৪জন কর্মচারীকে পাসপোর্ট প্রদানের জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) ও চিকিৎসার জন্য ০২জন কর্মচারীর অনুকূলে বহি: বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরি আদেশ এবং ০০জন কর্মচারীর অনুকূলে মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে;
- কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে সাহায্যঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে ০৯জন কর্মচারীর আর্থিক সাহায্যের আবেদন অগ্রায়ন করা হয়েছে;
- অবসরোত্তর ছুটি/পারিবারিক পেনশন মঞ্জুরঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৪র্থ শ্রেণির ০১জন কর্মচারীর অনুকূলে অবসরোত্তর ছুটির (পিআরএল) মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়ছে;
- ০৪জন কর্মচারীর অনুকূলে আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং মৃত্যুজনিত কারণে ০৪টি পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে;
- বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনঃ পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির ১৫জন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা এবং ১৬৩জন অফিস সহায়কের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) এ শাখায় সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- শৃঙ্খলাজনিতঃ আদালত কর্তৃক খালাস প্রদান করায় ০১জন কর্মচারীর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকরিতে পুর্নবহাল এবং তার উপর আরোপিত দন্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে;
- সিটিজেন চার্টারঃ পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রস্তুত, হালনাগাদকরণ এবং সে অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- সার্ভিস বহি হালনাগাদঃ পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন শাখা-৪ এর অধীন কর্মরত নতুন নিয়োগসহ ১৬৩ জন অফিস সহায়কের সার্ভিস বুক হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

(ঙ) সাধারণ শাখা-১ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী'র দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দপ্তরসমূহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ ১,৯৯,০৩০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ত্রিশ) টাকা, শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী বাবদ ১,৫৮,১২৫/- (এক লক্ষ আটান্ন হাজার একশত পঁচিশ) টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ১৭-২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের পোশাক ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ ১১,৪৩,৩৬০/- (এগার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা, আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ২,০২,৯৩০/- (দুই লক্ষ দুই হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ১,৯৯,৯১০/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত দশ) টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ৪৮,৬৫০/- (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফ্রিজ) ক্রয় বাবদ ০(শূণ্য) টাকা, আসবাবপত্র/মালামাল সরবরাহ/ক্রয় বাবদ ১৬,৫০,০৪২/- (ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বিয়াল্লিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(চ) সাধারণ শাখা-২ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল প্রদান:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ ১২,৩৫,৯০৮.৬৬ (বার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত আট টাকা ছিষট্টি পয়সা) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন কর্মকর্তার দপ্তরে সংযোগকৃত ইন্টারনেট বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ব্যবহৃত ইন্টারনেট বিল বাবদ সর্বমোট ১৪,২০,২৩৮/- (চৌদ্দ লক্ষ বিশ হাজার দুইশত আটত্রিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে স্ট্যাম্প, সিল ও নামফলক সরবরাহের বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সিল, অটোসিল ও নামফলক সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৭,২১,৫৫২/- (সাত লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন কর্মকর্তার দপ্তরে অন্যান্য মনিহারি মালামাল সরবরাহের বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, একনেক সভাসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য মনিহারি মালামাল সরবরাহের বিল বাবদ ৬৬,৪৯,৬৭৫/- (ছিষট্টি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত পঁচাত্তর) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- বইপত্র ও সাময়িকী সরবরাহের বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পত্রিকা, ম্যাগাজিন সরবরাহের বিল বাবদ ১৬,৬৬,৬০৩.৯৩ (ষোল লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত তিন টাকা তিরানব্বই পয়সা) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার) সরবরাহের বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে প্রিন্টারের টোনার, ফটোকপিয়ারের টোনার, ফ্যাক্স টোনার, এন্টি ভাইরাস, মাল্টি প্লাগ ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ৪৭,৬৮,৪২৪/-(সাতচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত চব্বিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- কম্পিউটার মেরামত সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি মেরামত বাবদ সর্বমোট ১৫,৪৬,৮৭০/- (পনের লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার আটশত সত্তর) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সর্বমোট ১৪,৮৮,৯৭০.৫০/-(চৌদ্দ লক্ষ আটাশি হাজার নয়শত সত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরবরাহ সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে প্রিন্টার, ডুপ্লেক্স প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৫৩,৭৪,৭৩৯/- (তেপান্ন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত উনচল্লিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ব্যবহার্য দ্রবাদি সরবরাহ বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে পাটের ব্যাগসহ অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রবাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ২০,৭৭,৪৪৬/- (বিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশত ছেচল্লিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৭,৩৬,০০৫/- (সাত লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (ক্রয়) সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন সেট ক্রয় বাবদ সর্বমোট ৫,২৩,৫৯৫/-(পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- মুদ্রণ ও বাঁধাই সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তর হতে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদন সংক্রান্ত বই মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ সর্বমোট ২,৭৭,০৬২.৭৫ (দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার বাষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রকাশনা সংক্রান্ত বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে হতে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদন সংক্রান্ত বই প্রকাশ বাবদ সর্বমোট ২,৯৯,২৫০/- (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- অফিস সরঞ্জামাদি বিল প্রদান: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারর জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় বাবদ সর্বমোট ১২,৮৭,৭০০/-(বার লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া সাধারণ শাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কাজসমূহ:

- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এ বিভাগ হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদান করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদানের জন্য আদেশ জারী করা হয়;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের নিরাপত্তার জন্য ১নং গেইট ও ২নং গেইটে পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য কমিটি গঠন, সভা আহবান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ক্যান্টিন পরিচালনা, কমিটি গঠন, তদারকী এবং এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন এর জন্য ফোল্ডার, কলম, নামাংকিত মগ ও ব্যাগ সরবরাহ করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগের **লাইব্রেরী** শাখার জন্য চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের বই সরবরাহ করা;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

(ছ) প্রটোকল অধিশাখা এর কার্যাবলি

প্রটোকল অধিশাখার আওতায় প্রটোকল, সম্মেলন কক্ষ এবং গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অধিশাখা হতে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়:

- এনইসি-একনেক সংশ্লিষ্ট: একনেক ও এনইসি সভা, এডিবি/আরএডিবি সভা এবং পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সচিব, সদস্য এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগ/কমিশনের সকল সভার আয়োজন।
- এসবি ও গ্যালারী পাস সংক্রান্ত: একনেক, এনইসি সভার এসবি পাস এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশনের দর্শক গ্যালারী পাস সংগ্রহ ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সভা সংক্রান্ত: পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন সভায় এনইসি সম্মেলন কক্ষ, কমিটি কক্ষ-১ এবং অডিটরিয়ামসহ সকল সভাকক্ষ প্রস্তুত করা এবং আপ্যায়ন সরবরাহ করা। সচিব ও সদস্যগণের দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভা/সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং দেশী-বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে সেফ জোন হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মোটরযান সংক্রান্ত: পরিকল্পনা বিভাগের অর্গ্রানোগ্রামভূক্ত নতুন গাড়ি ক্রয়, পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমাদান এবং অকেজো/পুরাতন গাড়ি বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাগণকে প্রাপ্যতা অনুসারে পরিকল্পনা বিভাগ/ কমিশনের কর্মকর্তাদের সাটল সার্ভিস সেবা প্রদান। এছাড়া, কর্মকর্তাগণের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত না-দাবী প্রদান।
- বিদেশ সফরে প্রটোকল সহায়তা প্রদান: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভিসা, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট ইত্যাদি সংগ্রহ এবং ভিআইপি প্রটোকল সেবা প্রদান।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে সভা আয়োজনের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত: জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে এনইসি সম্মেলন কক্ষ, কমিটি কক্ষ-১, এনইসি অডিটরিয়াম এবং নতুন ভবন বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- বিভিন্ন দিবস উদযাপন: বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা।
- ডাক গ্রহণ ও বিতরণ: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের জারিকৃত চিঠিপত্র, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পুস্তক এবং একনেক/এনইসির সকল ডাক গ্রহণ ও বিভিন্ন অফিসে যথাসময়ে বিতরণ।

উপরে উল্লিখিত কার্যক্রমের পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশনামতে অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(জ) আইসিটি সেল এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (www.mop.gov.bd), পরিকল্পনা বিভাগ (www.plandiv.gov.bd) ও পরিকল্পনা কমিশনের (www.plancomm.gov.bd) তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকাসহ বিভিন্ন তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- পরিকল্পনা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, Census, টেলিফোন ডিরেক্টরি, রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, Zoom, ডিজিটাল হাজিরা, ই-নথি, সরকারি ই-মেইল, E-gp, GEMS প্রভৃতি সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল সফটওয়্যার সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল ভবনে LAN, Wi-Fi এবং এনইসি সম্মেলন কক্ষ এবং এনইসি কমিটি কক্ষ-১ এ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিয়মিত ECNEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে যা আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার এর মেইনটেন্যান্স সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। আইটি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে যা পরিকল্পনা বিভাগের ১৯ নম্বর ভবনে অবস্থিত। ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ডাটাসেন্টারে নতুন হার্ডওয়্যার সংযোজন করা হয়েছে।

এসডিপিপি প্রকল্প থেকে প্রণীত সফটওয়্যার

- পরিকল্পনা বিভাগ ২০১৩ সালে আইডিই (Implementation of Digital ECNEC) প্রকল্প গ্রহণ করে যা ২০১৩ থেকে ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। আইডিই প্রকল্পের আওতায় Project Processing, Appraisal & Management System (PPS) সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় বৃহত্তর পরিসরে পিপিএস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগ "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে যা জুলাই'২০১৯ থেকে জুন'২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসডিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে PPS, NPM, GRM ও RMS সফটওয়্যার সমন্বিতভাবে (ইন্টিগ্রেটেড) ডেভেলপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১৫-২০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব" শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এটুআই এর সহযোগিতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ০৫টি সার্ভিসকে ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের বিস্তারিত ডিজাইন ও TOR প্রস্তুত করা হয়। এই ৫টি সার্ভিস হচ্ছে- ১. Project Processing, Appraisal & Management System. ২. National Plan Management System. ৩. GIS Based Resource Management System. ৪. Research Management System. ৫. ADP/RADP Management System.
- ০৫টি সার্ভিস এর মধ্যে ADP/RADP Management System সার্ভিসটি পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সফটওয়্যারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এডিপি এবং আরএডিপি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।
- বাকি ০৪টি সার্ভিস পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

Project Processing, Appraisal & Management System (PPS):

PPS সফটওয়্যার ০৩/০৪/২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর প্রাথমিকভাবে ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ,

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা বিভাগ) এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ২৪/০৭/২০২৩ তারিখে সর্বপ্রথম মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন করেন। অতঃপর ২৮/০৫/২০২৪ তারিখে প্রকল্পের পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে একনেকে অনুমোদিত হয়। PPS সফটওয়্যার প্রণয়নের পর থেকে ২২/০৮/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮৮টি প্রকল্প পিপিএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে যার মধ্যে সংস্থা পর্যায়ে ১০৭টি, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ৪৭টি, পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর/ডিভিশন পর্যায়ে ২৩টি এবং একনেক উইং এ ৪টি প্রকল্প রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৬টি প্রকল্প পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে অনুমোদিত হয়। এ পর্যন্ত ৫৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধীনস্থ সংস্থার মোট ৬৮১ জন কর্মকর্তাকে PPS সফটওয়্যারের ব্যবহারকারী পর্যায়ের তিনদিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Research Management System (RMS):

RMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (SSRC) এর গবেষণা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যক্রম (আবেদনপত্র গ্রহণ, বাছাই, মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ, প্রতিবেদন গ্রহণ, প্রতিবেদন পর্যালোচনা/মূল্যায়ন/চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি) অনলাইনে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ সংশ্লিষ্ট গবেষকদের নিকট হতে সামাজিক গবেষণার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ, বাঁছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া RMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করছে। উক্ত গবেষণালব্ধ ডকুমেন্টস ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যারটি পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে (https://rms.plandiv.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

National Plan Management System (NPM):

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি এবং এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবীক্ষণের জন্য সাপোর্টিং টুলস হিসেবে ব্যবহারের জন্য National Plan Management System (NPM) সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সফটওয়্যারটি পাইলটিং ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যার লিংক হচ্ছে https://npm.plandiv.gov.bd।

GIS Based Resource Management System (GRM):

প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনকালে গ্রাফিক্যাল তথ্যের সাথে লিংক স্থাপনপূর্বক প্রকল্প এলাকার বাস্তব চিত্র দৃশ্যমান করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ; সমজাতীয় প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি নিবৃতকরণ এবং রাস্তা, সেতু, কালভার্টসহ ভৌত অবকাঠামোর প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ কাজে সাপোর্টিং টুলস হিসেবে ব্যবহারের জন্য GIS Based Resource Management System (GRM) শীর্ষক সফটওয়্যার প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যারটি পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে (https://grm.plandiv.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। উক্ত GRM সফটওয়্যার ARC GIS প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ARC GIS সফটওয়্যারের 11.1 enterprise advance এর লাইসেন্স ভার্সন ক্রয় করা হয়েছে।

সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন:

এসডিপিপি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল ডিজিটাল সার্ভিসকে ইন্টিগ্রেটেড করার কাজ চলমান রয়েছে, যা পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের আইবাস++, EPMIS, FAMS সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনাকে একটি ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে।

সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও হার্ডওয়্যার ক্রয়:

PPS, NPM, GRM ও RMS সফটওয়্যার ডাটা সেন্টারে হোস্টিং ও সফটওয়্যারগুলোর সকল তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগের ডাটা সেন্টারের জন্য ইন্টিগ্রেটেড হার্ডওয়্যার (সার্ভার, স্টোরেজ, ইত্যাদি) ক্রয় করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ইন্টারনেট সুবিধার মান বৃদ্ধির জন্য টেন-জি নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

ডাটা সিকিউরিটি:

এসডিপিপি প্রকল্প কর্তৃক ডেভেলপকৃত চারটি সফটওয়্যারের তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে Firewall, Internet Firewall, Web application Firewall (WAF), DNS Security, ইত্যাদি ক্রয় করে পরিকল্পনা বিভাগের ডাটা সেন্টারে ইনস্টল করা হয়েছে। এসডিপিপি প্রকল্পের সফটওয়্যারগুলোর ওয়েব সিকিউরিটি প্রটোকল (HTPPS) নিশ্চিত করার জন্য SSL সার্টিফিকেট

ক্রয় করে ডাটা সেন্টারে ইনস্টল করা হয়েছে। এছাড়া, তথ্যের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানী লিমিটেড (BDCCL) এ সফটওয়্যারগুলোর তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঋ) লাইব্রেরি শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরণের তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সংগ্রহ সংখ্যা:

বই ও পত্র-পত্রিকার হিসাবঃ

মোট বই	২৩,৪২৬টি (রেজিষ্টার তালিকাভূক্ত)
দৈনিক পত্রিকা	০৫টি (ইত্তেফাক, যুগান্তর, জনকন্ঠ, প্রথম আলো, Daily Star
সাপ্তাহিক (বিদেশী)	০২টি (The Economist, Time)
মাসিক	Reader Digest

বর্তমানে পরিকল্পনা বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী লাইব্রেরীর জনবল নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা
০১	লাইব্রেরী অফিসার	০১টি	পূর্ণ
০২	লাইব্রেরীয়ান	০১টি	ঐ
০৩	ক্যাটালগার	০১টি	ঐ
০৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১টি	শূন্য
০৫	অফিস সহায়ক	০১টি	শূন্য

২.৫.২ বাজেট অনুবিভাগ

বাজেট অধিশাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ একটি অন্যতম কার্যসম্পাদনকারী অধিশাখা। এ অধিশাখার মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন ব্যয় খাতের প্রস্তাবিত এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণসহ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার চাহিদা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন উপযোজন ও পুনঃউপযোজন করা হয়। সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহনির্মাণ/গৃহমেরামত, কম্পিউটার ও মোটর সাইকেল ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এছাড়া, শ্রমসাধ্য কাজের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মানী ভাতার প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক মঞ্জুরি আদেশ জারি এবং কর্মচারীদের যাতায়াত বিল প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

- পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পুস্তিকা সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহের অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন আদেশ জারিকরণ;
- বাজেট পরিপত্র-১ অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট বরাদ্দের সিলিং বিভাজন এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ও নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ চূড়ান্তকরনের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;
- বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিস্তারিত পরিচালন বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২৫-২৬ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বিস্তারিত প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরনের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে "মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তকরনের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলী সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরণের ঋণ ও অগ্রিম প্রক্রিয়াকরণ করে মঞ্জুরীপত্র জারী;
- পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতাধীন 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;
- সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ এবং iBAS++ সিস্টেমে এন্ট্রিকরণ করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মচারীদের যাতায়াত বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিশোধের প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরী আদেশ জারী;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) প্রকৃত ব্যয়, উদ্বৃত্ত সমর্পনের হিসাব প্রণয়ন করে অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগ ও সিএএফও কার্যালয়ে প্রেরণ;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কাজের জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান সম্পর্কিত কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ করে মঞ্জুরী আদেশ জারী;
- বিগত ১০ বছরের অর্থাৎ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরসমূহের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন ব্যয়ের খসড়া উপযোজন হিসাবে স্বীকৃতি এবং উপখাত ভিত্তিক উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত খরচের ব্যাখ্যা সিএএফও কার্যালয়ে প্রেরণ;
- পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন খাতের আওতায় উপখাতসমূহে পুনঃউপযোজন হিসাব চূড়ান্তকরণ;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মঞ্জুরী দাবী জাতীয় সংসদে ভোট গ্রহণকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব আকারে দাবী পেশ করিয়া ভোট গ্রহণের অনুরোধ জানানোর জন্য পরিকল্পনা বিভাগের কাউন্সিল অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়;
- নথি বিনিষ্টযোগ্য তালিকা প্রণয়ন ও নথি বিনিষ্টকরণ;
- নিয়মিত বাজেট শাখা পরিদর্শন ও পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তি করা হয়।

পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ এবং অর্জিত লক্ষমাত্রার হার নিম্নরূপ:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বাজেটের ধরণ	মূল বাজেট/ এডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট/ আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২৪	ব্যয়িত অর্থ ২০২৩-২৪	অর্জিত অগ্রগতির হার (%)
পরিচালন বাজেট	৮৮,২৮,০০	৭৫,৪৬,৬৮	৬৫,১৪,৪২	৮৬.৩২%
উন্নয়ন বাজেট	৯৭,৭৯,০০	৬৯,০৪,০০	৫৫,৮২, ২৯	৮০.৮৫ %
মোট:	**১৮৬,০৭,০০**	**১৪৪,৫০,৬৮**	**১২০,৯৬,৭১**	**৮৩.৭১%**

২.৫.৩ প্রশিক্ষণ শাখা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশিক্ষণ শাখা সৎ, একনিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ শাখা হতে দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণসহ অভ্যন্তরীণ শিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরী হচ্ছে। এ শাখা হতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সম্পৃক্ত বিষয়াবলিসহ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ শাখার কার্যপরিধি:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ৫-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি যা নিম্নরূপঃ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ব্যাচে ৭৬৬জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নব যোগদানকৃত ২৬জন কর্মচারীকে Orientation বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সঞ্জীবনী বিষয়ক প্রশিক্ষণে ৭টি ব্যাচে মোট ৪৮০জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৯জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩টি কর্মশালা/সেমিনারে মোট ২২৪জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২.৫.৪ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখার কার্যাবলি

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১৯/০৭/২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের “বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি” স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৭/০৬/২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের সাথে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২৫" স্বাক্ষরিত হয়। পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১৫টি কার্যক্রমের আওতায় ১৭টি কর্মসম্পাদনসূচক রয়েছে। ১৭টি কর্মসম্পাদনসূচকের মধ্যে ১৭টি পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চা উৎসাহিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৭/০৬/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NIS) ২০২৩-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৫টি কার্যক্রম রয়েছে। ১৫টি কার্যক্রম পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৫০। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা কমিশনের ০৩(তিন) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২৭/০৬/২০২৪ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২য়-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের মধ্যে জনাব সামিহা ফেরদৌসী (উপসচিব), পরিকল্পনা বিভাগ; ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে জনাব হিমেল, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং ১৭তম-২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে জনাব সালমা আক্তার, অফিস সহায়ক, কৃষি, পানি সসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন।

পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগে চীফ ইনোভেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব ড. সাদিয়া শারমিন, যুগ্মসচিব (বাজেট ও এপিএ) এবং ইনোভেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব হুরে জান্নাত, উপসচিব (বাজেট ও এপিএ)। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনীতে জনাব ড. সাদিয়া শারমিন, যুগ্মসচিব, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত “স্মার্ট রিসার্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসআরএমএস)” উদ্যোগটি প্রথম স্থান অর্জন করে। পরিকল্পনা বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনলাইনে ১৬টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ১৬টি অভিযোগের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্টতা না থাকায় নথিজাত করা হয়েছে অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভিযোগ বাক্সেও কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সিটিজেন চার্টার ০৪ (চার) বার হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৫.৫ হিসাব শাখার কার্যাবলি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ৩৭৫ জন কর্মকর্তা ও প্রায় ২৭০ জন কর্মচারীর মাসিক বেতন বিল অনলাইনে সিএএফও অফিসে প্রেরণ করা হয় এবং বেতন বিবরণী নির্ধারণী তৈরী করা হয়। সম্মানী ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, গৃহনির্মাণ অগ্রিম, গৃহমেরামত অগ্রিম, মটরসাইকেল অগ্রিম, কম্পিউটার অগ্রিম, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, থোক অর্থ, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা এবং আনুষাংগিক খরচের বিল তৈরি করে অডিট অফিসে উপস্থাপন এবং অডিট অফিস হতে চেক সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত ১৭৬৮টি চিঠিপত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অত্রবিভাগ/কমিশনের বাজেট প্রণয়নের সুবিধার্থে প্রতিমাসের খরচের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে বাজেট শাখায়

প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্যাশবই ও যাবতীয় রেজিস্টার গুলি সুষ্ঠুভাবে লেখা হয়েছে। আনুমানিক ২৫টি গৃহনির্মাণ, গৃহ মেরামত, মটরসাইকেল ও কম্পিউটার অগ্রিমের কর্তন বিবরণী সত্যায়িত করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের আনুমানিক ১৯৫টি ছুটির প্রতিবেদন তৈরী করে প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত আনুমানিক ৯০টি নথির ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ এর মাসিক হিসাব প্রস্তুত করে প্রতিমাসে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিমাসে পরিকল্পনা বিভাগের চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ে মাসিক খরচের হিসাব বিবরণীর সাথে মাসিক হিসাব বিবরণী সমন্বয় করা হয়েছে। হিসাব শাখার ই-নথি ফাইল এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটের জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট		অনিস্পন্ন অডিট	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	পরিকল্পনা বিভাগ (রাজস্ব খাত)	০৫	১৯.২৫ (উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার)	০৫	০৫	১৯.২৫ (উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার)	০০	০০
	মোটঃ	০৫	১৯.২৫	০৫	০৫	১৯.২৫	০০	০০

২.৫.৬ এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ (ক) এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখা এবং (খ) একনেক অধিশাখার সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত অনুবিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে:

কার্যাবলি:

১. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
২. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা আয়োজন;
৩. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ;
৪. মহান জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রশ্নোত্তর প্রদানের জন্য তথ্যাদি প্রেরণ:
৫. বিবিধ।

(ক) এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখা:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভা সংক্রান্ত

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ম সভার তারিখ: ১২/০৩/২০২৪; আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
(খ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জুলাই ২০২৩ হতে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(গ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
(ঘ) বিবিধ।

২য় সভার তারিখ: ১৬/০৫/২০২৪; আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
(খ) বিবিধ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১০টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ৩১৫০১৪.৭৯৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ১৯১টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পর্যায়ে ১২২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৯২২.৩৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা সংক্রান্ত

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেপরিকল্পনা কমিশনের ২টি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম সভা ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এবং ২য় সভাটি ০৭ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মোট ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার তারিখ: ২৭/০৭/২০২৩, ২৯/০২/২০২৪, ২০/০৩/২০২৪ এবং ২৮/০৪/২০২৪।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রেরিত তথ্যাবলি:

২০২৪ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ নেতার উত্তর দানের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (০১ জুলাই, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ১১৯টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৫.৭ পরিকল্পনা অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা শাখা পরিকল্পনা বিভাগের একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম, প্রকল্প সংশোধন প্রক্রিয়াকরণ, নতুন প্রকল্প যাচাই-বাছাই, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণসহ যাবতীয় কার্যাদি করে থাকে। যেমন: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের আওতায় নতুন প্রকল্পের যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ, অর্থ বিভাগের নতুন উন্নয়ন প্রকল্পরে জনবলের নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের জনবলের পদ ও সংখ্যা নির্ধারেণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা, প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের IBAS++ এর User ID এবং Password আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের IBAS++ এ প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদন, অর্থ অবমুক্তি, বিতরণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও বিভাজনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা, পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় যোগদান, প্রকল্পের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা, প্রকল্পের জনবল নিয়োগ/বদলী আদেশ জারী করা, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংশোধন/আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়/মেয়াদবৃদ্ধিসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা, উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে সভা করা, প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্প কোড বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মাধ্যমে কার্যক্রম বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ, মন্ত্রণালয়ের অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত "বাজেট ব্যবস্থাপনা" কমিটি ও " বাজেট ওয়ার্কিং" কমিটিতে অংশগ্রহণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিয়ে মাসিক পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগ/ কমিশনের এনএপিডি/বিআইডিএস এর প্রকল্পের তথ্য প্রেরণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক/ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত

কর্মকর্তাদের সরকারের পাওনা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক না দাবী সনদপত্র প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন আইএমইডি, অর্থ বিভাগ এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ কার্যালয়ে প্রেরণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের PSC এবং PIC সভা আহবানসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নান্তে কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও বিতরণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পের ADP এবং RADP আরএডিপি বরাদ্দ AMS সফটওয়ারে এন্ট্রি করা ইত্যাদি যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম করা হয়ে থাকে। এ শাখার কার্যক্রমের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- যথাযথ ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ/দপ্তরকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা।

২.০ উদ্দেশ্য:

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি এবং প্রয়োজনে অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধনে সহায়তা করা।

৩.০ পরিকল্পনা অধিশাখা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি (প্রকল্প দলিল) অনুযায়ী প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও সংরক্ষণ, বাজেট/সংশোধিত বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি/আরএডিপি) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (%)
২০২৩-২০২৪	১৭	৮৫.০৮	৬৯.০৪	৫১.১৮০৫	৭৪.১৩

৪.০ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ইতোমধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পিপিএস সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। PPS সফটওয়্যারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সফ্টওয়্যারগুলোর (AMS, PLIS, DRIP, MAF, SAF, ePIMS, DDAS) ইন্টিগ্রেশন কাজ চলমান রয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত “ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ-কে শক্তিশালী করার জন্য ১টি সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত “পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধমে ১০০৫ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ (ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত বিভাগ) কর্তৃক বাস্তবায়িত “পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবনসমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ভবনের আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজসহ এসি লাগানো, সিসি ক্যামারা স্থাপন, বিভিন্ন ভবনের বহিরাংশে সিরামিক ওয়াল মেরামত, পয়েন্টিং ও পানি রোধক সংস্কার কাজ চলমান আছে।

২.৫.৮ সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ

(ক) সমন্বয় শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি অনুযায়ী সমন্বয় শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা/আইন/বিধিমালার ওপর পরিকল্পনা বিভাগের মতামত প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ও মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সমন্বয় শাখার কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কিত চাহিত তথ্যাদি সমন্বিতভাবে সমন্বয় শাখার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সমন্বয় শাখা পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক ও ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সংক্রান্ত ত্রৈ-মাসিক তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী ১৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পরিকল্পনা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচক ১.৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর (৮)১ ধারার ভিত্তিতে ১জন আবেদনকরীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ পালন/উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন, শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ এবং বাদ যোহর মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়;
- তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থার তথ্য অধিকার বিষয়ক সমন্বিত তথ্যাদি ২১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এ প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্লু ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার হালনাগাদ মাসিক তথ্যাদি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- "Statistics of Government Servants-2024" শীর্ষক পরিসংখ্যান পুস্তক প্রকাশের জন্য জনবল সংক্রান্ত তথ্য ০৪ মার্চ ২০২৪ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- উচ্চ আদালতের সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলার ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান এবং উচ্চ আদালতে চলমান সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার ত্রৈমাসিক তথ্য অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রতিমাসে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়;
- Commonwealth কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্রের ওপর তথ্য/মতামত ১০ জুন ২০২৪ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- Bangladesh: Proposed Policy-Based Loan Strengthening Economic Structure for LDC Graduation Subprogram ১-সংশ্লিষ্ট Consultation Mission (২৭ ফেব্রুয়ারি-০৮ মার্চ ২০২৪) কর্তৃক প্রণীত খসড়া Aide Memoire চূড়ান্তকরণে মতামত/অনাপত্তি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ২১ মে ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- Opinion of Planning Division on ADB proposed Combined Mission regarding Budget Support on (i) LDC Graduation; and Review Missions for (ii) TA ৬৭৭৪-BAN: Sustainable Economic Recovery Program (Subprogram ১) and (ii) TA ১০২৩৯-BAN: Supporting the Climate-Resilient Inclusive Development Program. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- Private Sector Development (PSD) and Public– Private Partnership (PPP) Operations and Activities in Bangladesh-শীর্ষক বিষয়ে এডিবি প্রস্তাবিত-Consultation Mission-এর আগামী ০৩-০৭ মার্চ ২০২৪ সময়ে বাংলাদেশ সফরে Mission Clearance অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;

- Opinion of Planning Division on ADB proposed Mission regarding Policy-Based Lending on BAN ৫৬২৫৩ Promoting Climate Resilient Development Program (Subprogram ১) and Technical Assistance. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সরকারি কর্মচারীদের তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৮ জুলাই ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার রাজস্বখাতের শূন্য পদ জরুরিভিত্তিতে পূরণের তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- উদ্বৃত্ত কর্মচারী ও আত্তীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল রেকর্ডরুম প্রস্তুতকরণের জন্য অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য/প্রমাণক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- বর্তমান সরকারের তৃতীয় মেয়াদে (২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত) শূন্যপদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকা চিহ্নিত *৩৫৪নং প্রশ্নের জবাব প্রেরণ করা হয়;
- ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার "আন্তর্জাতিক দুনীতিবিরোধী দিবস-২০২৩" উদযাপনের নিমিত্ত মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে কর্মকর্তার নামের তালিকা দুর্নীতি দমন কমিশনে ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- জুন ২০২৪ এর প্রথম সপ্তাহে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠেয় ''13th round of Bangladesh-China Diplomatic Consultatin'' এর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/ইনপুট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ০৯ জুন ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- Requesting inputs on regional and international organizations. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে সংশোধিত বিধিমালার ওপর মতামত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- হাওড় ও জলাভূমি সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়ার উপর মতামত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি) এর ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৩ জুন ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- 'জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি ২০২৩' এর খসড়ার উপর মতামত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক, পরিকল্পনা বিষয়সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসভিত্তিক সরকারের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান/ভিডিওচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র তথ্যচিত্র সম্প্রচার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- Aid-For-Trade Monitoring and Evaluation Questionnaire বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণে সুপারিশ/মতামত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- Development of the Monitoring and Evaluation Framework of the National Productivity Master Plan FY ২০২০-২০৩০. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- লজিস্টিক্স অবকাঠামো বিষয়ক Policy/Plan/Master Plan সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ আইন-২০২৩'- এর প্রাথমিক খসড়ার বিষয়ে মতামত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ১১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;

- জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৪-এর কার্যপত্র তৈরি এবং জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০১৮-২০২৩-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কর্মশালার প্রয়োজনীয় তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়;
- বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরী সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি/পদ্ধতি সহজীকরণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

(খ) আইন শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আইন শাখা মূলত পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন/কনটেম্প পিটিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এতদ্ব্যতীত চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য এবং অগ্রগতি তদারকির জন্য আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর উইং, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এবং মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা বিভাগের আইন শাখায় নিম্নোক্ত ০২টি মামলা চলমান আছে:

(ক)	মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে চলমান রিট পিটিশন মামলার সংখ্যা- ২ (দুই)টি	(১) রিট পিটিশন নং- ৯০৫৩/২০১৯ (২) রিট পিটিশন মামলা নং-৬১৫৭/২০২১

২.৫.৯ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক বিষয়ে অনুসন্ধানধর্মী এবং বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি কৌশল প্রণয়নে সহায়ক ক্ষেত্রসমূহের উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং দক্ষ গবেষক তৈরীতে সহায়তা করা। উক্ত লক্ষ্য পূরণে প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের ওপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে, অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশে এসএসআরসি'র মত প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণায় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত 'Assoctation of Asian Social Science Research Council (AASSRC)' এর সদস্য। বর্তমানে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আওতায় গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা-২০২৪' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

লক্ষ্য: (Vision) বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারনে সুপারিশ প্রদান এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

১.২. কর্মক্ষেত্র : (Areas of work):

- নবীন গবেষক তৈরিতে প্রমোশনাল ক্যাটাগরির গবেষণার বিপরীতে মঞ্জুরি প্রদান।
- আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালনার জন্য ফেলোশীপ ক্যাটাগরির গবেষণার বিপরীতে মঞ্জুরি প্রদান।
- সরকারের নীতি ও পরিকল্পনায় কার্যকর ভূমিকা রাখার উপযোগী ক্ষেত্রসমূহের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বিপরীতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান।
- এসএসআরসির আওতায় সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন।
- এসএসআরসি এর আওতায় সমাপ্তকৃত গবেষণাকর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদনসমূহ এসএসআরসি'র ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে সংরক্ষণ।

১.২.২ টার্গেট গ্রুপ : (Target Groups):

- নবীন গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া নতুন গ্র্যাজুয়েট ।
- পিএইচডি ডিগ্রীধারী বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক, যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্মকর্তা, সামাজিকবিজ্ঞানী ।
- অবকাঠামোগত এবং কারিগরি সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গবেষণা পরিচালনায় উপযোগী যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা বৃদ্ধিতে গবেষকদের নিয়ে কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান।
- Research Methodology বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনাকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
- বিশেষজ্ঞ গবেষক।

১.২.৩ মূল কাজ (Key Function):

- সামাজিকবিজ্ঞান -এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার চাহিদা চিহিত করা, চাহিদানুরুপ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা ও গবেষণালদ্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি কৌশল গ্রহণে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- জাতীয়, আঞ্চলিক এবং কমিউনিটি উন্নয়নের স্বার্থে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদানের উপযোগী গবেষণা পরিচালনা;
- বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার করা, জাতীয় আঞ্চলিক ও কমিউনিটি উন্নয়নে এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
- গবেষণালদ্ধ ফলাফল প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারক এবং সমাজ গবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;
- পরিকল্পনাবিদ, নীতি প্রণয়নকারী এবং প্রশাসকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করা;
- দক্ষ সমাজগবেষক তৈরীর উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সামাজিকবিজ্ঞানে প্রায়োগিক এবং আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা;
- সামাজিকবিজ্ঞানে সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও সদস্যপদ লাভ করা।

ক. গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদানঃ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ তিন ক্যাটাগরির আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এই তিনটি ক্যাটগরি হলো ০১. প্রমোশনাল গবেষণা ০২. ফেলোশীপ গবেষণা এবং ০৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা (সমঝোতা স্বারকের মাধ্যমে এবং সাধারণ) । এ তিনটি ক্যাটাগরির গবেষণা কার্যক্রম সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত "সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা-২০২৪" অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (এসএসআরসি) কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য মোট ৩১ টি গবেষণার বিপরীতে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়েছে। ক্যাটাগরি অনুযায়ী এই ৩১টি গবেষণা হলোঃ প্রমোশনাল গবেষণা ১২ টি, ফেলোশীপ গবেষণা ১১ টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ০৮টি ।

খ. কর্মশালা ও সেমিনারঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে মোট ২০ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা-এর তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	সেমিনার/কর্মশালার তারিখ	যে গবেষণা প্রতিবেদনের উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় তার শিরোনাম
০১.	১১/৯/২০২৩	1.Pre-Marital Sexual Behavior and its Associated Reproductive Health Risk Factores: A Case Study among University Female Students in Bangladesh শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা। 2.Climate Change and its impact on livelihood of rural farmers at Haor area in Bangladesh শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা।

ক্রমিক নং	সেমিনার/কর্মশালার তারিখ	যে গবেষণা প্রতিবেদনের উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় তার শিরোনাম
০২.	১৭/১০/২০২৩	1.“Characterization of Molecular Heterogencity of Colorectal Cencer among Bangladeshi Population by Targeted Next Generation Sequencing with a Goal to Develop cost Effective Precision Medicine at Individual Level শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা। 2. “The Use of ICT in Tertiary Education in Bangladesh শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা প্রমোশনাল গবেষণা।
০৩.	১৩/১১/২০২৩	1. Rural Non-Farm Activities and Poverty Asseciation in Bangladesh শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা। 2.Factors Affecting Access of Primary Education in Tea Garden areas Sylhet Dicision শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
০৪.	১৫/১১/২০২৩	1. Demand and Supply Gap of Skilled Workforce in the Light Engineering Sector in Bangladesh An Assessment of the Current Scope and Opportunity Regarding Improving Quality of Technical and Vocational Education Training (TVET) শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা। 2. Quality Education and Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: A Quest for Academic Outcome and Interpersonal Sills শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা।
০৫.	০৫/১২/২০২৩	1. The Role of F-commerce to Create women job Opportunities in Bangladesh শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা। 2. Health Care Accessibility of Aged Poor People in Rural Bangladesh: Challenge and Way Forward শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
০৬.	১৭/১২/২০২৩	1. In vivo screening of chili (Capsicum spp) genotypes against salt stress শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা। 2. Knowledge Attitudes, Self and Medical Care Practices of Diabetic-2 Patients in Chattagram City শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
০৭.	২৮/১২/২০২৩	How much does COVID-19 Pandemic impact the small Business Economy in Northern Bangladesh? Looking forward to Sustainable Recovery শীর্ষক ফেলোশিপ গবেষণা।
০৮.	১১/০১/২০২৪	Reshaping Aspirations and Challenges of the Fourth Industrial Revolution in Bangladesh: A Socio-Economic Study in Impacts of COVID-19 and its Aftermath শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা।
০৯.	১৪/০১/২০২৪	Understanding Vulnerability of Displaced Climate Change indeed Victim women: A Case Study on Barisal District শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
১০.	১৫/০১/২০২৪	Building resilience pathways to address the nexus between climate Change, pocerty and disaster with the consideration of Bangladesh শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা।
১১.	১৬/০১/২০২৪	Role of Community Clinic Services in Achieving SDGs: A Study on Rural Women in Bangladesh শীর্ষক ফেলোশীপ গবেষণা।
১২.	১৭/০১/২০২৪	Implementation and Validation of International Guide for Monitoring Child Development in Bangladesh শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা।
১৩.	১৮/০১/২০২৪	Implementation of Inclusive Education in Primary Education: Attitudes and Sills of Class Teachers শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা।
১৪.	২৫/০১/২০২৪	Relationship Between Perceived Interparental Conflict, Parental and Intimate partner Rejection and Suicidal Ideation of Bangladeshi Young

ক্রমিক নং	সেমিনার/কর্মশালার তারিখ	যে গবেষণা প্রতিবেদনের উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় তার শিরোনাম
		Adults শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
১৫.	২৮/০১/২০২৪	Health Effects of Climate Disasters: A Study on Coastal Population in Satkhira Distrct শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
১৬.	২৯/০১/২০২৪	Climate Change Induced Public Health Discases Burden: An In-depth Study in Khulna Division of Bangladesh শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
১৭.	৩০/০১/২০২৪	Medical Negligence in Bangladesh: A Study from Laws and Patient Safety Perspective শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।
১৮.	০৪/০২/২০২৪	Library Facilities and Sercices in Secondary School: Requirement, Acailavility and extent of Utilization শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা।
১৯.	১৫/০২/২০২৪	Chronic Poverty Condition in the Haor Region of Bangladesh: An Evaluation of Simultancous Impat of Microcredits and social Safety Nets Programms শীর্ষক ফেলোশিপ গবেষণা।
২০.	০৪/০৩/২০২৪	Pedestrian Vulnerable Road User Behaviour Related Injuries in Dhaka City শীর্ষক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা।

গ. গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ (Dissemination) কার্যক্রমঃ

গবেষণা ফলাফল ও বিস্তরণ কর্মশালা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অধীনে গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্তভাবে গ্রহন করার পূর্বে গবেষণার ফলাফল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতিপ্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীদের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। বিস্তরণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীর মতামত বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

ঘ.গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান, বাচাইকরণ এবং ইনসেপশন কর্মশালা আয়োজনঃ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ দলের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কশপ করে গবেষণার জন্য ১৩টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়। ক্ষেত্রসমূহ হলোঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, সামাজিক কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক, মানব সম্পদ/শ্রম দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য, দারিদ্র্য গতিবিদ্যা, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন, স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং জলবায়ু পরিবর্তন। উক্ত ক্ষেত্রসমূহের উপর নতুন গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়। যা গত ১৫/১০/২০২৩ তারিখে ০২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং মূল্যায়নকারী কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৬০টি গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। উক্ত ৬০টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরির ৯টি, ফেলোশীপ ক্যাটাগরির ২৯টি এবং প্রমোশনাল ক্যাটাগরির ২২টি। উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫টি ক্ষেত্রের উপর প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ হতে ৩১টি গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরির ৮টি, ফেলোশীপ ক্যাটাগরির ১১টি এবং প্রমোশনাল ক্যাটাগরির ১২টি গবেষণা প্রস্তাবনা রয়েছে।

ঙ. গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণঃ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের "গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ" বিষয়ক একটি সেমিনার গত ০২-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত সদস্যগণ হতে প্রাপ্ত ১৩টি ক্ষেত্রের উপর নতুন গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়। ক্ষেত্রসমূহ হলোঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, সামাজিক কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক, মানব সম্পদ/শ্রম দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য, দারিদ্র্য গতিবিদ্যা, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন, স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং জলবায়ু পরিবর্তন।

চ. গবেষণা ও জার্ণাল প্রকাশ কার্যক্রমঃ

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অধীনে সম্পন্নকৃত গবেষণাসমূহের মান বিবেচনায় নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্র অনুয়ায়ী সমাপ্তকৃত

গবেষণাসমূহ বছরভিত্তিক একটি স্বচ্ছ বই আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রকাশিত সকল জার্ণাল ও অন্যান্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রম।

চিত্রঃ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল

ছ. Research Methodology এর ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আথিক মঞ্জুরিঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ০৩ (তিন) টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলোঃ ১. অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২. লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩. Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM)। প্রতিটি প্রশিক্ষণের জন্য ৫,০০,০০০ (পাঁচলক্ষ) টাকা করে মোট ০৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাবদ সর্বমোট ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ০২ (দুই)টি করে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত ০৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা ছিল ২০৮ জন।

জ. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টারঃ

এই সেন্টারে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অধীন পরিচালিত গবেষণার প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া অর্থবছর অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে ক্রয়কৃত পুস্তক ও গবেষণা সম্পর্কিত বই সংরক্ষণ করা হয়। যা গবেষক, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, একাডেমিশিয়ানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যবহার করতে পারেন। এখানে গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও অন্যান্য বইসমূহ পদ্ধতিগত ও সুশৃঙ্খল উপায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেন্টারটি গবেষকদের জন্য গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি সেন্টারটি মনোরম পরিবেশে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমটির যাত্রা শুরু হয় ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের অধীনে সকল ক্যাটাগরিতে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়ে থাকে। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ করা হয়। এছাড়া গবেষণাধর্মী পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এ ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চিত্রঃ পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার

ঋ.সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ আপডেট ও নাগরিক সনদঃ (Complete Research & Citizen Charter):

সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের বুকলেট এবং নাগরিকসনদ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নিয়মিত একটি প্রকাশনা। এটি বছরব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানটি যে সকল কার্যক্রম করে থাকে তার উপর ভিত্তি করে প্রতিচ্ছবি ভিত্তিক প্রতিবেদন সম্বলিত একটি প্রকাশনা যা মূলতঃ একটি বুলেটিন। এটি সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

চিত্রঃ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নাগরিক সনদ ও সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ

ঞ. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা পরিমার্জন/সংশোধন কার্যক্রম:

পূর্বের নীতিমালা সংশোধন করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রণীত “সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা-২০২৪” অনুসরণ করে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট-এর পরিমাজিত কপি বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ওয়েবসাইটেও **(ssrc.portal.gov.bd)** সফটকপি আপলোড করা হয়। এ নীতিমালার কোন অংশে অস্পষ্টতা থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করাও এ কার্যক্রমের অংশ।

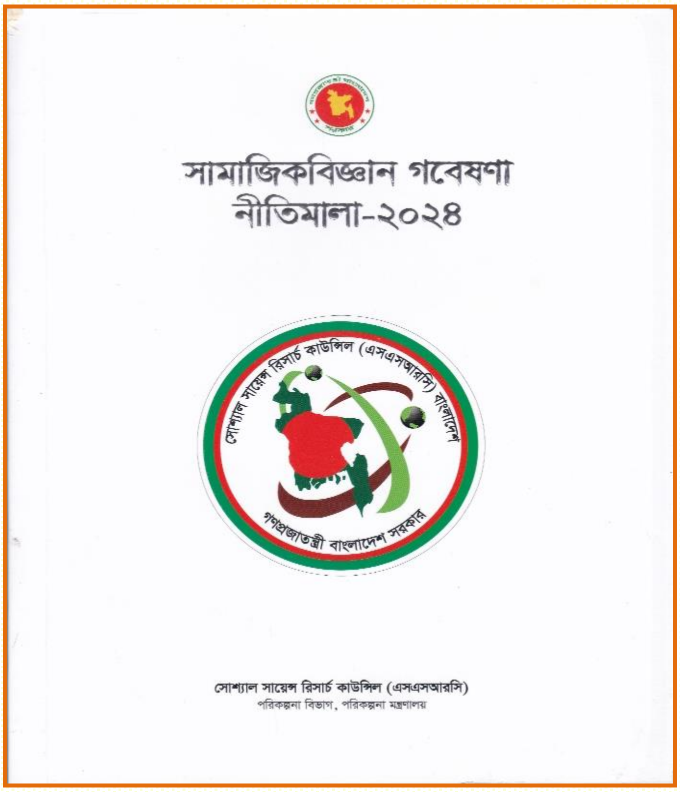

চিত্রঃ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২৪

ট. বাজেট ব্যয় বিবরণঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের মোট বরাদ্দ ছিল ৩,৪৬,১৪,০০০/- (তিন কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা। কৃচ্ছতা সাধন নীতি অনুসরণ করায় উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১,৭৮,৪৩,০০/- (এক কোটি আটাত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা। উদ্বৃত্ত রয়েছে ১,৬৭,৭১,০০০/- (এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা। ব্যয়ের হার ৫১.৫৫%।

ঠ. সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের প্রকাশনা প্রচার ও প্রকাশঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ (জুন, ১৯৮৩ হতে জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত গবেষণাসমূহ) পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এটি সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এসএসআরসি'র অধীন সামাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে। এটি পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৮টি চূড়ান্ত গবেষণাসহ মোট ৮৩১টি গবেষণা প্রতিবেদন ডকুমেন্টেশন সেন্টার সংরক্ষিত আছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত গবেষণার তালিকা

পিএইচডি গবেষণাঃ

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১.	ড. আজিজ আহমদ ভূঞা সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম।	Judicial Review of Administrative Action for Ensuring Good Governance in Bangladedsh
০২.	ড. মোঃ আব্দুল রাশিদ প্রভাষক	"বাংলাদেশের আদিবাসী গারো ও হাজংদের অর্থনীতির রূপান্তর"

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
	অর্থনীতি বিভাগ, সুসং সরকারি কলেজ দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।	
০৩.	ড. শামীম আল আজিজ লেনিন সহকারী অধ্যাপক ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।	An Empirical Investigation into the Interface between Work Life Balance and Organizational Performance in the Banking Industry of Bangladesh.
০৪.	ড. মোছাঃ সোহেলী তামান্না পিএইচডি গবেষক, সমাজকর্ম বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট।	Academic Knowledge Sharing through Web-based Social Network: A study on Public Universities in Bangladesh.
০৫.	ড. আব্দুল খালেক মোঃ দৌলত খান পিএইচডি গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	The bat hunting and illnesses: A case of Mahanta community in Bangladesh

ফেলোশীপ গবেষণাঃ

ক্রামিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১.	সালমা আক্তার, প্রফেসর সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	Learning Enviromental and Access to job market: Technical and Vocational Education
০২.	ড.মো: শাহীদুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	Role of Community Clinic Services in Achieving SDGs: A Study on Rural Women in Bangladesh
০৩.	ড. শেখ আমজাদ হোসেন প্রফেসর (অবঃ) ১২/৬ বি, টোলারবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা।	Exploration of Teaching-learning Experience of Teacher and Students with Special educational Need (SEN) in Mainstream Education of Khulna, Bangladesh
০৪.	ড. মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান অধ্যাপক লোকপ্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার , ঢাকা।	Development Thought of Bangabandhu: Vision, Policy Choice and the Strategy
০৫.	Dr. Md. Kamrul Hossain Assistant Professor Department of General Educational Development Daffodil International University, Sukrabad, Dhaka, Bangladesh	Pre-Marital Sexual Behavior and its Associate Reproductive Health Risk Factors: A Case Study among University Female Students in Bangladesh
৬.	Md. Rezaul Islam Professor Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka	Climate Change, Disasters and Displacement: Coping Strategies and Resilience among the Char Land People in Bangladesh
০৭.	Dr. Zobair Ibn Awal Associate Professor Departmen of Naval Architecture and Marine Engineering, Bangladesh University of Engineering and	Road Trauma and Firt-Aid Management for Victims in Banglades

ক্রামিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
	Technology (BUET)	
০৮.	Md. Zakir Hossain Ph.D Professor Urban and Rural Planning scipline, Khulna University	Building resilience pathways to address the nexus between climate Change, poverty and disaster with the consideration of Bangladesh
০৯.	Dr.Ahmed Saad Ishtiaque Assistant Professor Department of Business Administation, University of Liberal Arts Bangladesh, Dhanmondi, Dhaka	Physical Health Accessibility of Disabled Aged Poor Women in Rural Bangladesh: Constraints and Way Forward
১০.	ড.মনসুর আহমেদ সহকারী অধ্যাপক সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (সংযুক্ত: বগুড়া সরকারী কলেজ, বগুড়া)	Quality Education and Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: A Quest of Academic Outcome and Interpersonal Skills
১১.	ড. মো: ইসমাইল হোসেন অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট।	Employment and Food Security of Haor People through Climate Smart Agriculture: A Study
১১.	ড. মো: ইসমাইল হোসেন অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট।	Employment and Food Security of Haor People through Climate Smart Agriculture: A Study

প্রমোশনাল গবেষণাঃ

ক্রামিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১.	জনাব মোঃ ফয়েজ সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ি, ঢাকা মোবাইলঃ০১৯২৪৪৪৪২৮৪ e-mail: faiz046@gmail.com	"Sustainable Value Chain Development of Rice and Onion in Bangladesh"
০২.	জনাব শারীফুল ইসলাম প্রভাষক শিক্ষা বিভাগ, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ১১৪/১১৬, মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকা মোবাইলঃ০১৭৪৫০৭৩৪১৯ e-mail:du.shareef@gmail.com	"Digital Education Materials in Primary Level: Challenges and Opportunities in Bangladesh Perspective"

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

২.৫.১০ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি:

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ১৯৭৪ সালে (বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন- ২০১৭) সংসদীয় আইন দ্বারা গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও কলাকৌশলের উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ দান এবং নীতি প্রণয়নে সহায়তা দান প্রতিষ্ঠানের মূখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের চার-মূলনীতির দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর, সমতা, মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো একটি ন্যায়ানুগ ও সমতাবাদী সমাজ গঠনের এবং উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে টেকসই উত্তরণের পথে অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

ক.	উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর অগ্রগতি সাধনের জন্য অনুশীলন, গবেষণা ও এতদসংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে কার্যনির্বাহ করা;
খ.	পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;
গ.	অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;
ঘ.	অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা;
ঙ.	অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী, সভা অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা, সেমিনার ও আলোচনা অধিবেশন আয়োজন করা যা পরবর্তীতে সমীক্ষা হিসেবে নির্দেশিত হবে;
চ.	সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;
ছ.	স্ব-উদ্যোগে কিংবা সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা তাদের সাথে যৌথভাবে সমীক্ষার মাঠকর্মসহ অনুসন্ধান কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করা;
জ.	পরস্পর সহযোগিতামূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশি পণ্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাদের গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা;
ঝ.	গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দক্ষ ও যথাযথ পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন অধিশাখা, বিভাগ, শাখা, কেন্দ্র ও অন্যান্য ইউনিট সৃষ্টি করা।

৩. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা

(ক) গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা

বিআইডিএস বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাসহ সকল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে এবং এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের বহুমুখী অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআইডিএস মোট ১০টি গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

(খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন

বিআইডিএস বছরব্যাপী গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার ও স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক বিআইডিএস পাক্ষিক সেমিনার, আরইএফ স্টাডি সিরিজের আওতায় অনুষ্ঠিত সেমিনার -সহ মোট ২৬টি সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। বিআইডিএস আয়োজিত এসব সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সে

দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, নীতি নির্ধারক পর্যায়ের প্রতিনিধি, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক আয়োজিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার/কনফারেন্সের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে "Tariff Protection and Export Diversification are Not Mutually Exclusive: The Bangladesh Phenomenon" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই), ড. জাইদি সাত্তার । গত ২৩ মে ২০২৪ তারিখে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় "The Political Economy of Agrarian Futures in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার। ০৫ জুন, ২০২৪ তারিখে "Comparing Apples to Apples: Rebuilding 2010-2022 Poverty and Inequality Trends in Banagldesh Via Statistical Matching" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় "Leading Issues in Agricultural Development in Bangladesh" শীর্ষক একটি সেমিনার।

বিআইডিএস-এর বার্ষিক ABCD সম্মেলন ২০২৩

বিআইডিএস গত ৭, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে 'Annual BIDS Conference on Development (ABCD) 2023' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল উন্নয়ন, ন্যায্যতা ও স্বাধীনতা। উক্ত তিনদিনের কনফারেন্সে মোট ৭টি পাবলিক লেকচার, ১৮টি একাডেমিক পেপার এবং ৫টি বিশেষ সেমিনার উপস্থাপন করা হয়। ০৯ ডিসেম্বর ২০২৩-এ 'The Returns to International Migration' শীর্ষক পাবলিক লেকচারের মাধ্যমে কনফারেন্সটি সমাপ্ত হয়।

চিত্র: Formation of Socio-Emotional Skills and their Effects on Educational Attainment-শীর্ষক সেমিনার

৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিআইডিএস-এর সেমিনার কক্ষে 'Formation of Socio-Emotional Skills and their Impact on Educational Achievement' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শ্যামল চৌধুরী উক্ত বিষয়ে তার গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন।

বিআইডিএসের প্রকাশনাসমূহ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল 'The Banghladesh Development Studies' এর ০২টি ইস্যু, বার্ষিক বাংলা জার্নাল 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা'র ০১টি ইস্যু, ০৬টি রিসার্চ রিপোর্ট এবং ০১টি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০৭টি পাবলিক লেকচার সিরিজ প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল 'The Banghladesh Development Studies' বিশ্বের বিভিন্ন প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন

বিষয়ক রেফারেন্স জার্নাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় খ্যাতনামা Peer-Reviewed জার্নাল/বইয়ে বিআইডিএসের গবেষকগণের ৩৮টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

বিআইডিএসের মাস্টার্স কার্যক্রম

বিআইডিএস গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইকোনমিক্স (বিজিএসই) বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২০২১-২২ শিক্ষা বছর থেকে "বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স প্রোগ্রাম"- শীর্ষক একটি প্রকল্প চালিয়ে আসছে, যার আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত 'মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স' প্রোগ্রামে এখন পর্যন্ত দুইটি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে। প্রথম ব্যাচটির শেষ সেমিস্টারের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন শেষে বর্তমানে ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়-কর্তৃক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে; অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে বিগত ৩০শে জুন ২০২৪ থেকে ব্যাচটির দ্বিতীয় সেমিস্টারের শ্রেণী-কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, উক্ত দুইটি ব্যাচের পরীক্ষার অপেক্ষমাণ ফলাফল শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস-কর্তৃক প্রকাশিত হবে। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরে বিআইডিএস গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইকোনমিক্স (বিজিএসই) নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম এবং গবেষণা-কার্যের বাইরে দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সমসাময়িক এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা এবং সেমিনারের আয়োজন করেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, 'মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স' প্রোগ্রামের আওতায় পরবর্তী (তৃতীয়) ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রম আগামী বছরের শুরুর দিকে করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত সমীক্ষার নাম

Sl. No.	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষা পরিচালকের নাম
1.	Economic Burden of Cancer in Bangladesh	Abdur Razzaque Sarker
2.	Follow-Up Tracer Study on Graduates of Tertiary-Level Colleges	Badrun Nessa Ahmed
3.	Inclusive Growth and Extreme Poverty Eradication: Theory, Evidence, Drivers and Policy Options for Bangladesh	Binayak Sen
4.	Results Verification and Assessment of Performances of IDG Recipient Colleges: An Analysis Based on Disbursement Linked Indicators-4 (DLI-4) (Phase-2)	S.M. Zulfiqar Ali
5.	The Study on Project Effectiveness Including Endline Satisfaction: The College Education Development (CEDP)	S.M. Zulfiqar Ali
6.	Choice of Tenancy in Rural Bangladesh: Evidence From BIDS-BARD Micro-Survey	Binayak Sen
7.	Rural Economic Transformation and Living Standards in Bangladesh: A Panel Study, 2010-2019	Monzur Hossain
8.	Performance Assessment of The Pilot Program of Shishu Bikash Kendra	S.M. Zahedul Islam Chowdhury
9.	Impact of the Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II)	Mohammad Yunus
10.	Mid-Term Satisfaction Survey (Beneficiary Feedback-2)	Badrun Nessa Ahmed

বিআইডিএস-এর নিজস্ব প্রকাশনা

Sl. No.	Title	Author (s)	Year
1.	বিআইডিএস পাবলিক লেকচার: নিউ সিরিজ নং-০৭: আমরা কে? ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও বাংলার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	আব্দুল মমিন চৌধুরী	আগস্ট ২০২৩
2.	পাবলিক লেকচার: নিউ সিরিজ-০৮: ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ: পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্তের বিকাশ	আতিউর রহমান	অক্টোবর ২০২৩
3.	BIDS Public Lecture: New Series No.9: Amartya Sen: The Lion Who Defies Winter	S. Nazrul Islam	November 2023
4.	BIDS Public Lecture: New Series No.10: Evolving Global Order and Geo-economics: Implications for Less Developed Countries	Wahiduddin Mahmud	January 2024
5.	BIDS Public Lecture: New Series No.11: Mainstream Economics and Bangladesh's Economy: Seven Challenges and Opportunities	Ahmed Ahsan	January 2024
6.	বিআইডিএস পাবলিক লেকচার: নিউ সিরিজ নং-১২: আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়	নজরুল ইসলাম	জানুয়ারি ২০২৪
7.	BIDS Public Lecture: New Series No.13: Development, Justice, And Freedom	S.R. Osmani	June 2024
8.	Research Report-195: Facets of Workers' Skill in the Hospitality and Tourism Sector of Bangladesh	Mohammad Yunus, Mohammad Mainul Hoque, Tahreen Tahrima Chowdhury	October 2023
9.	Research Report-196: Aspirational Momentum: The Development Story of Bangladesh	Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, Mahir A. Rahman	October 2023
10.	Research Report-197: Agglomeration and Resilience: Impact of COVID-19 on Clustered and Non-Clustered SMEs in Bangladesh	Kazi Iqbal, Tanveer Mahmood, Nahid Ferdous Pabon	November 2023
11.	বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা: খণ্ড ৪১		মার্চ ২০২৪
12.	Bangladesh Development Studies, Vol-XLV (Double Issue, No 1)		মে ২০২৪
13.	Bangladesh Development Studies, Vol-XLV (Double Issue, No 2)		মে ২০২৪
14.	সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র	বিনায়ক সেন	জানুয়ারি ২০২৪

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয়/আন্তর্জাতিক জার্নাল/পত্রিকা/বইয়ে গবেষকদের প্রকাশিত প্রবন্ধ

ক্র.	শিরোনাম	লেখক
1.	Economic Valuation of Women's Unpaid Household Service Work in Bangladesh	Binayak Sen, Tanima Ahmed, Kazi Iqbal, and Mohammad Yunus

ক্র.	শিরোনাম	লেখক
2.	রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর ইতিহাস-চর্চা - ড. বিনায়ক সেন	বিনায়ক সেন
3.	Addressing Gaps in Nursing Skills and Incentives to Boost the Healthcare Industry	Anwara Begum
4.	Coastal Zones: New Growth Pockets in Bangladesh	M.A. Sattar Mandal
5.	Acclimatizing Women and Building Resilience to Overcome the Risks to Females and Migration: Strategies to Ameliorate Vulnerability Following Climate Disasters	Anwara Begum
6.	Social Policy Imperatives: Addressing Gaps in Skills and Education to Ameliorate Child Labour in Bangladesh	Anwara Begum
7.	Expert Adoption of Composite Indices: A Randomized Experiment on Migrant Resettlement Decisions in Bangladesh	Azreen Karim
8.	Out-of-pocket Expenditure among Patients with Diabetes in Bangladesh: A Nation-wide Population-based Study	Abdur Razzak Sarker
9.	Equity Assessment of Maternal and Child Healthcare Benefits Utilizations and Distribution in Public Healthcare Facilities in Bangladesh: A Benefit Incidence Analysis	Abdur Razzak Sarker
10.	Privatisation of Petroleum Import in Bangladesh: Concerns & Priorities	Tahreen Tahrima Chowdhury,
11.	আকাঙ্খা, উন্নয়ন ও ঘুরে দাঁড়ানের গল্প: ২০১০- এর দশকের বাংলাদেশ ও অতঃপর	বিনায়ক সেন
12.	Farm-Nonfarm Labour Mobility in Rural Bangladesh: Intersectoral Shift or Intergenerational Occupational Choice?	Paul Dorosh, Binayak Sen, Joanna van Asselt, and Mansur Ahmed
13.	সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা ও বাংলাদেশে বীমার প্রচলন	আব্দুর রাজ্জাক সরকার
14.	Facts of Workers' Skills in The Hospitality and Tourism Sector of Bangladesh	Muhammad Yunus, Mainul Hoque, and Tahreen Tahrima Chowdhury
15.	Nonfarm Activity Reduces Migration: Evidence from Bangladesh	Kazi Iqbal, Md Nahid Ferdous Pabon, Mohammad Rezoanul Hoque, and Nahian Azad Shashi
16.	Economic Evaluations of Immunization Programs as an Indispensable Tool for Policymakers	Abdur Razzak Sarker
17.	Increasing Rates of Cesarean Birth in Bangladesh: A Household-level Pooled Analysis	Abdur Razzak Sarker
18.	Agglomeration and Resilience: Impact of Covid-19 on Clustered and Non-Clustered SMEs in Bangladesh	Kazi Iqbal, Tanveer Mahmood and Md. Nahid Ferdous Pabon
19.	Economic Burden of Dengue in Urban Bangladesh: A Societal Perspective	Abdur Razzak Sarker
20.	Déjà vu: The Untenable Reality of the Pavement Dwellers of Dhaka - Evidence from Three Decades	Anwara Begum
21.	Mitigation, Adaptation and Building Resilience of the Risks to Females in Bangladesh due to Environmental Hazards: An Analysis	Anwara Begum

ক্র.	শিরোনাম	লেখক
22.	বাংলাদেশে শিক্ষা বৈষম্য: একটি পর্যালোচনা	শাকিল আহম্মেদ ও মো: নাদিম উদ্দিন
23.	আন্তঃসীমান্ত অভিবাসনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা: ঘূর্ণিঝড় আইলার অভিজ্ঞতা	মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া ও মাহমুদুল হাসান
24.	বাংলাদেশে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি	আব্দুর রাজ্জাক সরকার
25.	ঢাকা শহরের ফুটপাতবাসীর জীবনযাত্রার ধরন: তিন দশকের বাস্তবতা	আনোয়ারা বেগম
26.	রঙিন মাছে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ: ক্রেতা ও বিক্রেতার অভিজ্ঞতা	বদরুন নেছা আহমেদ
27.	বাংলাদেশে কৃষকদের ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল	তাজনূরী ছামিনা খানম
28.	বাংলাদেশে ক্ষুদ্র কৃষকদের টিকে থাকার সম্ভাববনা কতটুকু?	এম এ সাত্তার মন্ডল
29.	Education Community about Managing a Lifelong Ailmen	Farhan Islam
30.	Teaching and Learning Experience at the National University Affiliated Tertiary Colleges in Bangladesh	Badrun Nesa Ahmed and Rizwana Islam
31.	Is smokeless Tobacco use Associated with Lower Health-related Quality of Life| A Cross-sectional Survey Among Women in Bangladesh	Rumana Haque, S.M. Abdullah, Sayem Ahmed, Nazmul Hossain, Farhin Islam, Mohammad A.B. Sarker, Md. Nurul Amin, and Nasiruddin Ahmed
32.	Do the Arguments about Anti-export Bias of Our Industries Hold Enough Water?	Kazi Iqbal
33.	Impact of Migration on Time Use Pattern of Left-Behind Male and Female in Rural Bangladesh	Md. Nadim Uddin
34.	Farm-Nonfarm Labour Mobility in Rural Bangladesh Intersectoral Shift or Intergenerational Occupational Choice?	Paul Dorosh, Binayak Sen, Joanna Van Asselt, and Mansur Ahmed
35.	Economic Valuation of Women’s Unpaid Household Service Work in Bangladesh	Binayak Sen, Tanima Ahmed, Kazi Iqbal, and Mohammad Yunus
36.	The Budget Should Be Proactive, Not Reactive, in Promoting Industrialization	Kazi Iqbal

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহের কার্যপরিধি ও অর্জন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

৩.১ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যাবলি

"সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা" এই রুপকল্পের ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সরকারকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

লক্ষ্যঃ

কার্যকর, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- কার্যকর টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াদি যেমন সামষ্টিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যপরিধিঃ

- সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমনঃ বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনা প্রণয়ন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;
- সার্ক সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
- জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ;
- দারিদ্র্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ;
- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ;
- Foreign Direct Investment (FDI) - এর উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রণয়ন;
- জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্সে আলোচনার সুবিধার জন্য অনুরোধক্রমে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান, ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ;
- সামষ্টিক অর্থনীতিরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান, নীতি, আইন ইত্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে একনেক/এনইসি সভার কার্যপত্রের উপর মতামত প্রণয়ন;
- উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট/জেন্ডার সম্পর্কিত কার্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে আহ্বায়ক করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যসমূহের মন্ত্রণালয়/বিভাভিত্তিক কার্য সংশ্লিষ্টতা এবং কর্মপরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গ্রহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন:

ডেল্টা উইং স্থাপন: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের সার্বিক সমন্বয়, বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ বিভাগে একটি বিশেষায়িত "ডেল্টা উইং" গঠনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উল্লেখ রয়েছে। ইতোমধ্যে ডেল্টা অনুবিভাগের জন্য মোট ১৯টি পদের মধ্যে ০৮টি প্রথম শ্রেণির পদ অনুমোদিত হয়েছে, ৩টি দ্বিতীয় শ্রেণি, ৩টি তৃতীয় শ্রেণি ও ৫টি চতুর্থ শ্রেণি পদ সৃজনের জন্য সচিব কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন:

- ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ‘সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (এসআইবিডিপি২১০০)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে ডেল্টা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মোট ৫৩৪ জন কর্মকর্তাকে Apprising Bangladesh Delta Plan 2100, Adaptive Delta Management (ADM), Advanced Adaptive Delta Management (AADM), AADM cum Meta Model বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে ১২ (বার) জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে মিশর ও তুরস্কে "Sustainable Water Management Techniques, Innovation & Solutions" শীর্ষক একটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ বিনিয়োগ পরিকল্পনা হালনাগাদ করার জন্য ঢাকা ও ভোলা জেলায় হটস্পট ভিত্তিক ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- Developing Public-Private Partnership Projects for Implementation of Bangladesh Delta Plan প্রতিবেদনের ওপর ১টি এবং “সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০”-এর ২য় পর্যায়ের ওপর ২টি পৃথক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Inter-Governmental (Dutch-Bangla) Committee (IGC)-এর সভা:

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নকালে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ' এবং নেদারল্যান্ডস উভয় দেশের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ইন্টার-গভার্নমেন্টাল কমিটির সর্বশেষ সভা তথা ৬ষ্ঠ সভা নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদস্য (সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত সভায় আগামী ১০ বছরের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

‘Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta 2100’ প্রকল্প গ্রহণ:

Japan International Cooperation Agency (JICA)- এর কারিগরি সহায়তায় “Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta-2100” শীর্ষক প্রকল্প মোট ৫৯৯.৮০ লক্ষ (জিওবি ১২২.২২ ও প্রকল্প অনুদান ৪৭৭.৫৮) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্প/প্রোগ্রাম বাছাই কমিটি (পিপিএসসি) গঠন:

'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান -২১০০' –এর বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি যাচাই-বাছাই পূর্বক নির্বাচন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প/প্রোগ্রাম বাছাই কমিটি (Project/Programme Selection Committee-PPSC)-গঠন করা হয়েছে। PPSC-এর ১ম সভা ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ এবং ২য় সভা ১০ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

World Ocean Day উদ্‌যাপনঃ

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গত ০৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে World Ocean Day উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১:

শান্তিপূর্ণ, সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা বিনির্মাণ। বর্তমানে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুসারে সাধারণ দারিদ্র্যের হার ১৮.৭% এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬%। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যাচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন:

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১০৪টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) এ পরিকল্পনা দলিলে সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১ম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে অক্টোবর ২০২৩-এ "Mid-Term Implementation Review of the Eighth Five year Plan" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

এ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয় ২,৭৬৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। কোভিড-১৯ সময়কালে সারা বিশ্বে যখন নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, তখনও বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ঐ বছর বাদে গত দেড় দশকের প্রতি বছরই প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরে ছিল। যদিও চলমান বৈশ্বিক সংকটের কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে ৬.০৩ শতাংশ হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে সরকার অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন ব্যয় ও সামাজিক খাতের ব্যয় ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করেছে। ফলে, সরকারি ব্যয় বর্তমান জিডিপি'র ১৩.৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশে উন্নীত হবে।

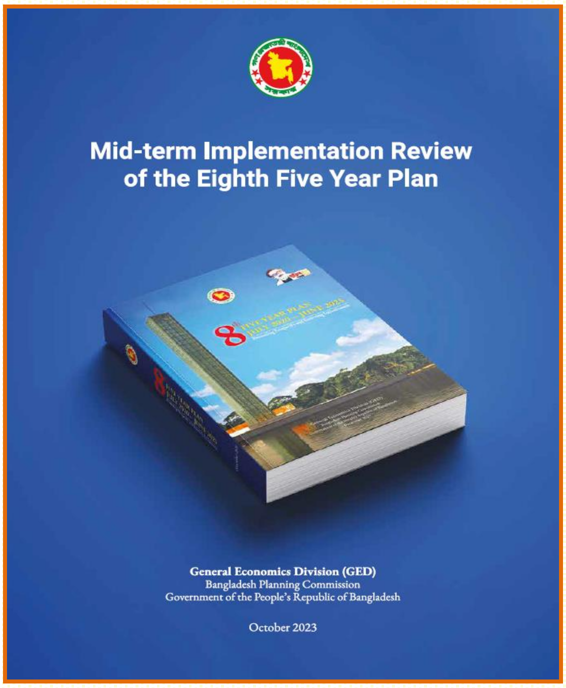

চিত্র: "Mid-Term Implementation Review of the Eighth Five year Plan"

এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য খাতে যথেষ্ট উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ ও ১৭.৬ শতাংশ হতে ২০২২ সালে যথাক্রমে ১৮.৭ ও ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মোট কর্মসংস্থান ২০১৬-১৭ এর ৬০.৮ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৭০.৭৮ মিলিয়নে উন্নীত হয়। দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ২০০৮ সালের ৬৬.৮ বছর থেকে ২০২২ সালে ৭২.৪ বছরে উন্নীত হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও উঠে এসেছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গতি বৃদ্ধিকল্পে এ খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি, খাদ্য ও সারসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বহিঃখাতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুর্নগঠন এবং মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাখাতে কিছু সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ প্রতিবেদনে বেশ কিছু সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। যেমন-ব্যাংকিং ও রাজস্ব খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন; ব্যাংকিং খাতের স্বাস্থ্য পুণরুদ্ধার; নন পারফর্মিং ঋণের পরিমাণ (২০১১ সালে যা ছিল ১.৯ শতাংশ তা সেপ্টেম্বর ২০২৩ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৯৩ শতাংশ হয়) কমিয়ে আনা; রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি; আর্থিক ও রাজস্ব খাতের সমন্বিত নীতি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে ৬% এর মধ্যে নামিয়ে আনা; সুদহার ও বিনিময় হার অধিকতর নমনীয় করা; প্রবৃদ্ধির ধারাকে ব্যাহত না করে প্রয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা; বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; সফলভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ (Preferential বানিজ্য, TRIPS সুবিধার বিলোপ, বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তিতে অনমনীয় শর্ত ও সুদের হারের বৃদ্ধি প্রভৃতি) মোকাবেলা করা; সরকারি ব্যয়ের বোঝা লাঘবের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি।

নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়নের প্রারম্ভিক কার্যাদি:

নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে জিইডি কর্তৃক একটি ধারণাপত্র (Concept Note) প্রণয়ন করা হয়। এ ধারণাপত্র বিষয়ে অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ এর সভাপতিত্বে গঠিত “অর্থনীতিবিদ প্যানেল” এর ১ম সভা গত ২৬মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাপত্র এর ওপর গত ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ” নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এসডিজি নিয়মিত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক ‘Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2022’ এর বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। ‘অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন’ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় দারিদ্র্যের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে জিইডি হতে মানব-দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বহুবিধ প্রকৃতি চিহ্নিত করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (N-MPI) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সবচেয়ে দরিদ্র এলাকা এবং জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নের মূল ধারায় অধিকতর সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, থিংক-ট্যাংক, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করে বৈশ্বিক বহুমাত্রিক সূচক পরিমাপের জন্য যেসব মাত্রা ও সূচক বিবেচনা করা হয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিসেফ-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ‘গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শিশু দারিদ্র্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ’ ও ‘অনগ্রসর উপকূলীয় অঞ্চলে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম মূল্যায়ন’ বিষয়ক দু’টি স্টাডি বর্তমানে জিইডিতে চলমান রয়েছে।

‘Integrate Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development)’ শীর্ষক প্রকল্প:

ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ‘Integrate Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development)’ Project শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ ব্যবহার করা, আইসিপিডি কর্মসূচীকে তরান্বিত করা এবং এসডিজি অর্জন করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচীতে জনসংখ্যার গতিশীলতাকে একীকরণ। বর্তমানে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন/পুস্তিকা/দলিলসমূহ:

১. ‘Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2022’ এর বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশ;
২. ‘Mid-Term Implementation Review of the Eight Five Year Plan’ প্রণয়ন ও প্রকাশ;

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

১. সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের বিকাশে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ বিষয়ে ‘The Urban-Rural Dichotomy; A Comparative Analysis of Child Poverty in Bangladesh, Examining Access to Basic Services, Employment Opportunities, and Social Infrastructure’ শীর্ষক পলিসি ব্রীফ/স্টাডি প্রণয়ন;
২. নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত;
৩. নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টেকনিক্যালে ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের নিমিত্ত পাইলট সার্ভের বিষয়বস্তু নির্ধারণ বিষয়ে কারিগরি কমিটির সভার আয়োজন এবং উক্ত টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর খসড়া প্রণয়ন;
৪. সার্ক সচিবালয়ের ৫৯তম প্রোগ্রামিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিকভিত্তিক পর্যবেক্ষক কর্তৃক অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পের একটি তালিকা প্রেরণ;
৫. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটি (এসআইআরসি)-এর ১৬তম সভা অনুষ্ঠিত;
৬. নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠন এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত;
৭. “Role of Zakat in Financing SDGs in Bangladesh” শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর মতামত প্রেরণ;
৮. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯-তম অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রদান;
৯. OIC Programme of Action-এ আগামী দশক (২০২৬-২০৩৫)এর অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত Inputs (প্রদত্ত নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক) প্রদান;
১০. Regarding convening an inter-ministerial consulation on the UN Multidimensional Vulnrability Index (MVI) for SIDSS Report” এর ওপর মতামত প্রেরণ;
১১. “অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ২৪০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এসডিজি স্থানীয়করণ বিষয়ক ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কর্মশালা আয়োজন;
১২. “উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামো-সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্পের আওতায় “Development Planning in Bangladesh” বিষয়ে ৩৯ জন, “অডিট পরিচালনা ও আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ” বিষয়ে ২৫ জন, “Public Procurement Management” বিষয়ে ২১ জন কর্মকর্তা এবং “অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারী বিধিমালা” বিষয়ে ৪৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৩. সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের বিকাশে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ বিষয়ে পলিসি ব্রীফ/স্টাডি প্রতিবেদন প্রস্তুত;
১৪. পরিকল্পনা বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক খসড়া কর্মপরিকল্পনার মতামত প্রেরণ;
১৫. “Draft Sector Boundary Guideline” এর ওপর মতামত প্রদান;

১৬. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৫৩৪ জন কর্মকর্তাকে "Apprising Bangladesh Delta Plan ২১০০" এবং "Adaptive Delta Management(ADM)" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৭. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে হটস্পট ভিত্তিক ২টি কর্মশালা, Developing Public-Private Partnership Projects for Implementation of Bangladesh Delta Plan প্রতিবেদনের ওপর ১টি এবং সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর ২য় পর্যায়ের ওপর ২টি পৃথক কর্মশালা অনুষ্ঠিত;

১৮. জাপান সরকার ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের মধ্যে একটি Record of Discussion (R/D)/MOU স্বাক্ষরিত এবং এ সংশ্লিষ্ট Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta-২১০০"শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুমোদিত;

১৯. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত UN Multidimensional Vulnerability Index (MVI) for SIDS Report ভুক্ত MVI এর খসড়া প্রস্তাবনার উপর মতামত প্রেরণ;

২০. জুলাই ২০২৪ সময়ে ব্রাজিলে সরকারি সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান।

কার্যক্রম বিভাগ

৩.২ কার্যক্রম বিভাগ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা, যার মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে সরকারের বিনিয়োগের সিংহভাগ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কার্যক্রম বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের প্রাপ্যতা, বরাদ্দ ব্যবহারের সক্ষমতা, জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সেক্টরাল অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ADP/RADP Management System (AMS) সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে, যা সরকারি বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করেছে। কার্যক্রম বিভাগের আওতায় মোট চারটি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগসমূহ হলোঃ

- কৃষি ও সমন্বয় অনুবিভাগ;
- ভৌত অনুবিভাগ;
- আর্থ-সামাজিক অনুবিভাগ;
- পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (পিআইএম) রিফর্ম এবং শিল্প ও শক্তি অনুবিভাগ

কার্যক্রম বিভাগের কার্যপরিধি

- জাতীয় বাজেটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ‘বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ প্রণয়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুন:বরাদ্দ, পুন: উপযোজন, বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, মন্ত্রণালয়/ বিভাগের অনুকূলে জিওবি বাবদ রক্ষিত “থোক” হতে বরাদ্দ প্রদান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি/মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভা/বিশেষ সভা আয়োজন;
- সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালা/নির্দেশিকা/কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।

কার্যক্রম বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

জাতীয় বাজেটের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন

সেক্টরভিত্তিক সম্পদ বণ্টন

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার ধারাবাহিকতা রেখে উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং বৈদেশিক উৎসের প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সক্ষমতা এবং সর্বোপরি অগ্রাধিকার খাতসমূহের চাহিদা, খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সেক্টরভিত্তিক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ নিম্নরূপঃ

সারণি-১: সেক্টরভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২০২৪

ক্রঃ নং	সেক্টর/কার্যক্রম	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান
১	সাধারণ সরকারি সেবা	২৪৪২.৭৫	১২২৬.২৬	১২১৬.৪৯
২	প্রতিরক্ষা	৯২০.০২	৯২০.০২	০.০০
৩	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	৩৩৭৬.৯২	৩৩৩৯.৬০	৩৭.৩২
৪	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৪৬৩০.৪৩	৩৬৪১.০০	৯৮৯.৪৩
৫	কৃষি	১০৩১৭.৭৬	৬৩৫৬.৪৬	৩৯৬১.৩০
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩৭৮৯৬.৭৩	৯৩০৪.৩৫	২৮৫৯২.৩৮
৭	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৬৩২৬৩.৩১	৩৯১৬০.১৬	২৪১০৩.১৫

ক্রঃ নং	সেক্টর/কার্যক্রম	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৯৯৬৯.৭১	১৭২১২.০৬	২৭৫৭.৬৫
৯	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	১৪৩৯১.০০	১১৮১৪.০৫	২৫৭৬.৯৫
১০	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৮০০২.১৫	২১০৮১.১৮	৬৯২০.৯৭
১১	স্বাস্থ্য	১২০৬৬.৭৬	৮৫৭৭.২৫	৩৪৮৯.৫১
১২	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	২৬৫৪.০১	২৫৭৭.৭৩	৭৬.২৮
১৩	শিক্ষা	১৭২২৯.৯১	১৩৯৭৩.৩২	৩২৫৬.৫৯
১৪	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	৩৬৩৭.১২	২৯০৯.১১	৭২৮.০১
১৫	সামাজিক সুরক্ষা	২৭৫৪.৪৫	২৫৪৯.৩০	২০৫.১৫
	মোট	**২২৩৫৫৩.০৩**	**১৪৪৬৪১.৮৫**	**৭৮৯১১.১৮**

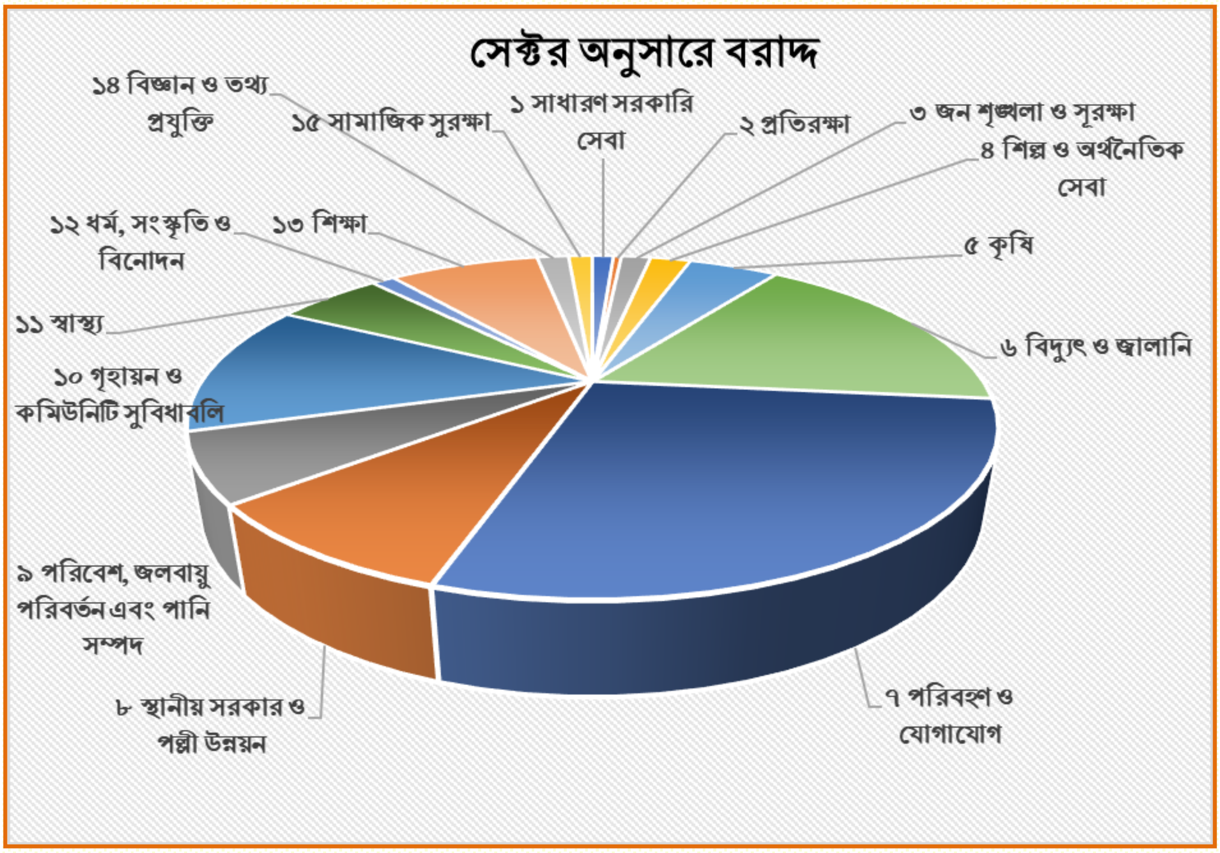

সারণি-২: বিগত ১১ (এগার) অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প
২০১৪-২০১৫	১৩৫১	৭৭,৮৪২	৫২,৯৪২	২৪,৯০০
২০১৫-২০১৬	১৪৫৮	৯৩,৮৯৫	৬৪,৭৩৫	২৯,১৬০
২০১৬-২০১৭	১৫৮১	১,১৯,২৯৬	৮৩,৪৯৯	৩৫,৭৯৭
২০১৭-২০১৮	১৫১১	১,৪৮,৩৮১	৯৬,৩৩১	৫২,০৫০
২০১৮-২০১৯	১৯১৬	১,৭৬,৬২০	১,২৪,৯৬০	৫১,৬৬০
২০১৯-২০২০	১৮৫১	২,০১,১৯৯	১,৩৫,৩৩৪	৬৫,৮৬৫
২০২০-২০২১	১৮৮৬	২,০৯,২৭২	১,৪২,৩৯৭	৬৬,৮৭৫

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প
২০২১-২০২২	১৭৭১	২,১৭,১৭৫	১,৪৩,৬৩৭	৭৩,৫৩৮
২০২২-২০২৩	১৬২৭	২,৩৬,৫৬১	১,৬১,১৪৪	৭৫,৪১৭
২০২৩-২০২৪	১৫৮৮	২,৫৪,৩৯১	১,৬৯,৭০২	৮৪,৬৮৯
২০২৪-২০২৫ (এডিপি)	১৩২৬	২,৭৮,২৮৮	১,৭৬,৯৮৫	১,০১,৩০৩

সারণি-২ হতে দেখা যায়, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ৭৭,৮৪২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৫৪,৩৯১ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় প্রায় ৩.২৬ গুণ বেশি।

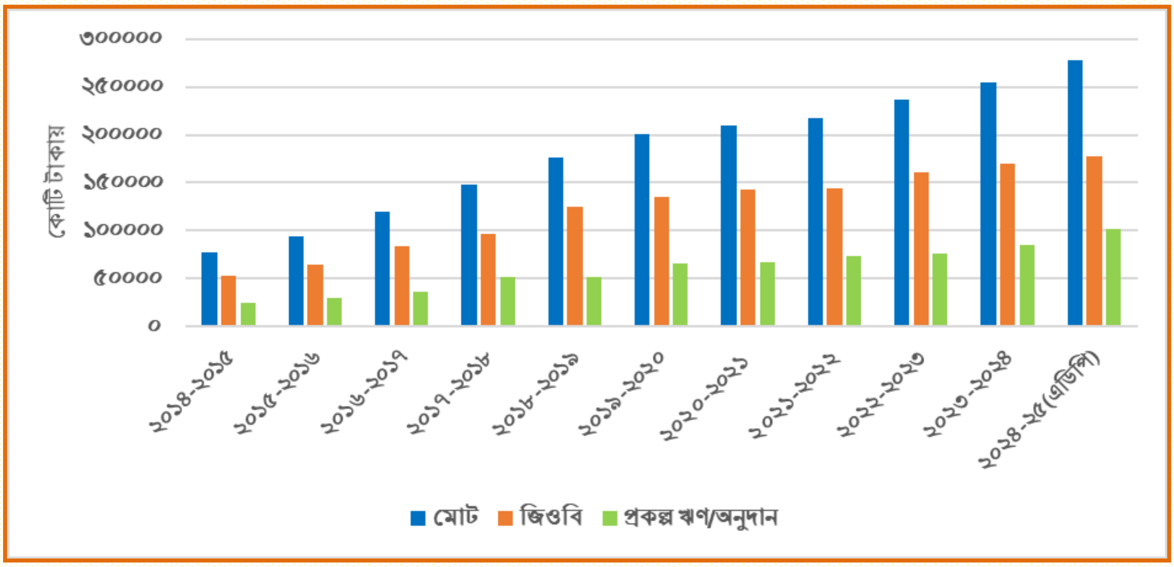

চিত্র: বিগত ১০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ

এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে দেশের টেকসই সুষম উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধিকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, পরিবহনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনায় 'পরিবহন ও যোগাযোগ' সেক্টরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ মোট ৬৩২৬৩.৩১ কোটি টাকা (২৫.৮২%) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি' সেক্টরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ মোট ৩৭৮৯৬.৭৩ কোটি টাকা (১৫.৪৭%) এবং পরিকল্পিত গৃহায়ন ও নগর সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে "গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি" সেক্টরে তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ মোট ২৮০০২.১৫ কোটি টাকা (১১.৪৩%) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, গ্রামীন অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষম বন্টন, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু ও দূর্যোগ ঝুকিঁ ব্যবস্থাপনা, টেকসই পরিবেশ, কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতে উন্নয়ন ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য সেক্টরে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি সেক্টর

ক্রঃ নং	সেক্টর/কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ	% (কোটি টাকায়)
১.	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৬৩২৬৩.৩১	২৫.৮২%
২.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩৭৮৯৬.৭৩	১৫.৪৭%
৩.	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৮০০২.১৫	১১.৪৩%
৪.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৯৯৬৯.৭১	৮.১৫%
৫.	শিক্ষা	১৭২২৯.৯১	৭.০৩%
৬.	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	১৪৩৯১.০০	৫.৮৭%
৭.	স্বাস্থ্য	১২০৬৬.৭৬	৪.৯৩%
৮.	কৃষি	১০৩১৭.৭৬	৪.২১%
৯.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৪৬৩০.৪৩	১.৮৯%
১০.	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	৩৬৩৭.১২	১.৪৮%
	মোটঃ ১০টি সেক্টর	**২,১১,৪০৪.৮৮**	**৯৪.৫৭%**

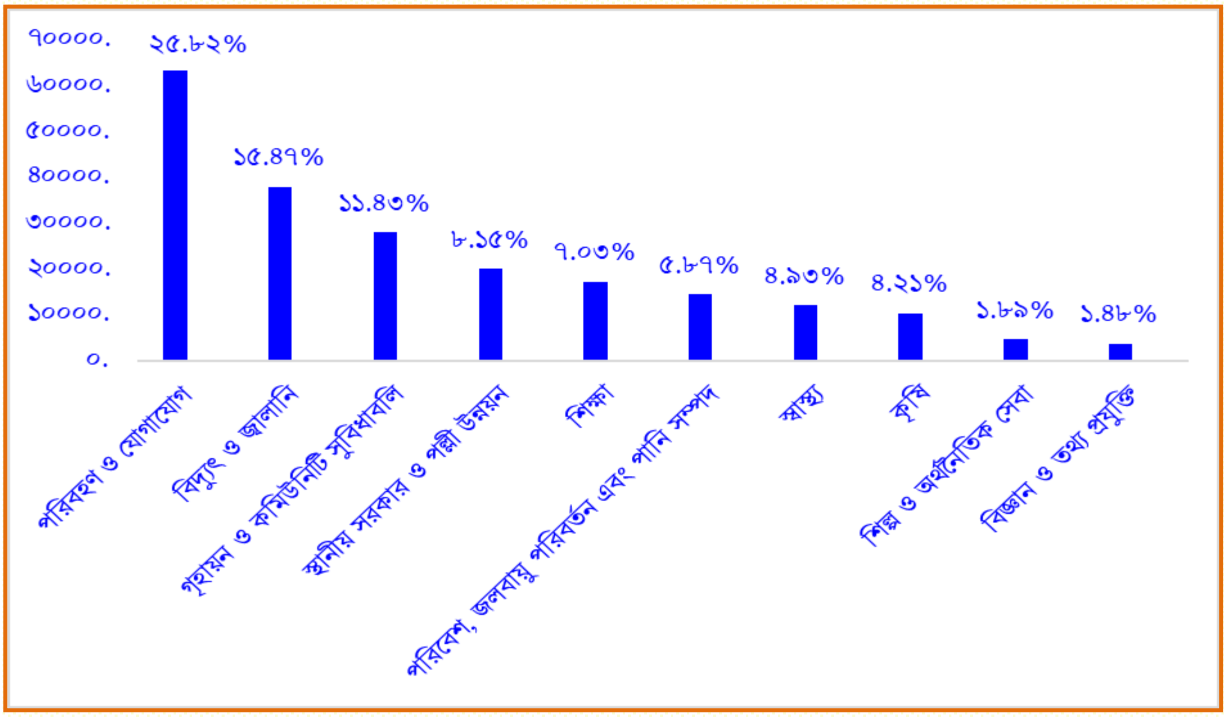

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি সেক্টর

অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন

দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) নতুন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সম্পদ বন্টনের অগ্রাধিকার, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে সংগতি রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয় এবং এ তালিকা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে থাকে, যা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন

দেশের উন্নয়নকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে যেন সীমিত সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

উন্নয়ন পরিকল্পনা কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান মাধ্যম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে জাতীয় বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিবছর এডিপি প্রণয়ন করা হয়। এডিপি বা সরকারি বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত স্তরে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং সুষ্ঠু ও গুণগত বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগ প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকেন।

প্রকল্পসমূহে অর্থ বরাদ্দ/পুনঃ বরাদ্দ এবং এডিপিতে প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ অবমুক্তকরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ; এডিপি/আরএডিপি অনুমোদনের পর নতুন অনুমোদিত প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান, চলমান প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, উপযোজন, ব্যয় খাত সংশোধন এবং এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্তকরণে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১.	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM)
২.	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)
৩.	Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II)
৪.	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (URP): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (PCMU)

কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের জন্য ওয়েববেইজড ডাটাবেজ স্থাপন করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইত:পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ কর্তৃক এডিপি/আরএডিপি'র প্রস্তাবসমূহ কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করতো। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালে এডিপি/আরএডিপি'র তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগে স্থাপিত Foxpro base নামক সিস্টেমে আপলোড এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তা SQL Server এ আপডেট করা হয়। এ সিস্টেমের আওতায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপি/আরএডিপি'র ডাটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং বিশ্লেষণধর্মী না হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করার জন্য ২০১৭ সালে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ADP/RADP Management System (AMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের পাশাপাশি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন (Report Generation), ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও

পরিসংখ্যান প্রদান করাও সম্ভব হবে। AMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) সাথে সংগতি রেখে একাধিক বছরের জন্য Multi Year Public Investment Programme (MYPIP) প্রণয়ন, অর্থ বিভাগ, আইএমইডি ও ইআরডি-এর সাথে তথ্য আদান প্রদানের মত আবশ্যকীয় কার্যাবলী সম্পাদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ADP/RADP Management System (AMS) সফটওয়্যার গত ০২ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় উদ্বোধন করা হয়। এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি/আরএডিপি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসাথে, এডিপি/আরএডিপি অনুমোদিত হওয়ার পর অনুমোদিত নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান, চলমান প্রকল্পে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান, পুনঃ উপযোজন এবং ব্যয়খাত সংশোধন ইত্যাদি এ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, AMS ও iBAS ++ এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে iBAS ++ হতে সরাসরি তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে কার্যক্রম বিভাগের একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বর্তমানে তথ্য আদান প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সফটওয়্যারটির মাধ্যমে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ এলাকাভিত্তিক জানা যাবে এবং নতুন প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক তথ্য পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ADP/RADP Budget Management System (AMS) বিষয়ে সর্বমোট ২৭৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

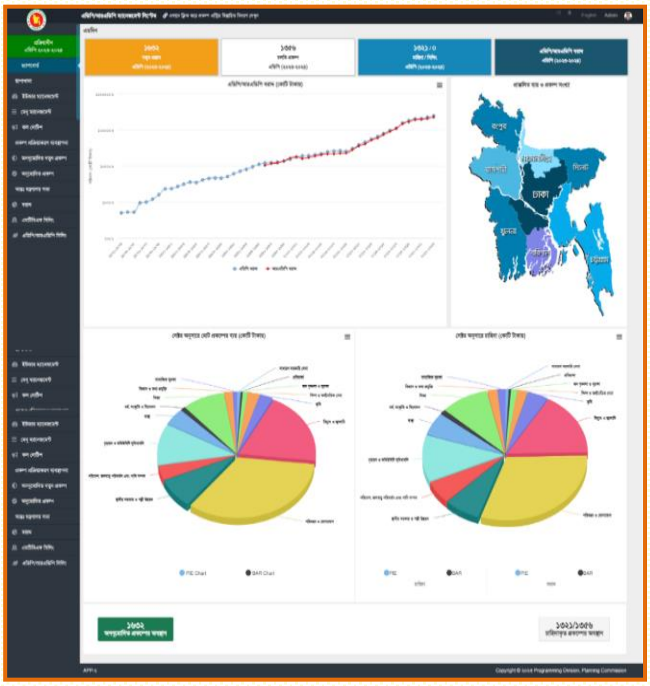

চিত্র: ADP/RADP Management System (AMS)

স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) প্রকল্প

সরকারি বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত স্তরে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত "স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল যেন জাতীয় উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি পাইলট সেক্টরের (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি) জন্য Sector Strategy Paper (SSP) এবং Multi-Year Public Investment Program (MYPIP) প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল সেক্টরের MYPIP প্রণয়নের লক্ষ্যে বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP-Multi Year Public Investment Programme) প্রণয়ন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এ নির্দেশিকা অনুসরণে 'স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন'; এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের MYPIP হালনাগাদ ও 'স্বাস্থ্য' সেক্টরের জন্য নতুন করে MYPIP

প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ৪টি Example Logical Framework (For Rural Infrastructure project-1, Power Transmission Project-1, Power Generation Project-1 and Power Distribution Project-1) প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সকল Example Logical Framework অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহজেই উল্লিখিত ধরণের প্রকল্পের জন্য Logical Framework Analysis (LFA) সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া ৩টি Model Cost Benefit Analysis বা Model CBA (For Rural Infrastructure Project-1, Power Transmission Project-1 and Power Distribution Project-1) প্রস্তুত করা হয়েছে। Model CBA গুলো ব্যবহার করে প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সহজে করা যাবে। প্রকল্প প্রস্তুতকরণের কাজটি সহজতর করার লক্ষ্যে DPP Preparation Handbook প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) এর ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পিপিএস (PPS- Project Processing, Appraisal and Management System) এর সাথে ইন্টিগ্রেশন (Integration) করা হয়েছে। অনলাইন MAF ও SAF ব্যবহারের মাধ্যমে কমসময়ে প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়ন করা যাবে এবং এ সংশ্লিষ্ট সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করা যাবে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে MAF, SAF, CBA এবং LFA এর ওপর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২২৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত মান উন্নয়নের জন্য 'স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)' প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত পুস্তক/সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে:

- Public Investment Management (PIM) Guideline
- Public Investment Management (PIM) Reform Program
- Strategic ADP Guideline
- Handbook for DPP Preparation (Both Bangla and English version)
- Ministry Assessment Format (MAF) (Both Bangla and English version)
- Sector Appraisal Format (SAF) (Both Bangla and English version)
- Ministry Assessment Format (MAF) Manual (Both Bangla and English version)
- Sector Appraisal Format (SAF) Manual (Both Bangla and English version)
- Handbook on Cost-Benefit Analysis (CBA) of Public Investment Projects
- Logical Framework for Investment Project

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (URP): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (PCMU)

এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের Disaster Risk Reduction, Informed Risk Development, Risk Informed Development for Urban Resilience বিষয়ে সর্বমোট ৮৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, উক্ত সময়ে Stratagic End of the Project Evaluation of Urban Resilience Project (URP) এর খসড়া প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-ll) প্রকল্প

জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জলবায়ু ঝুঁকি তথ্যের সহজলভ্যতা এবং প্রকল্প মূল্যায়নকালে জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগকে সহায়তার লক্ষ্যে জার্মান উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা (GIZ) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-ll)" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতি ও কার্যক্রম সন্নিবেশপূর্বক ম্যাপিং করে ডেল্টা প্ল্যান এর ০৫টি Hotspot এর ০৫টি মডেল ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

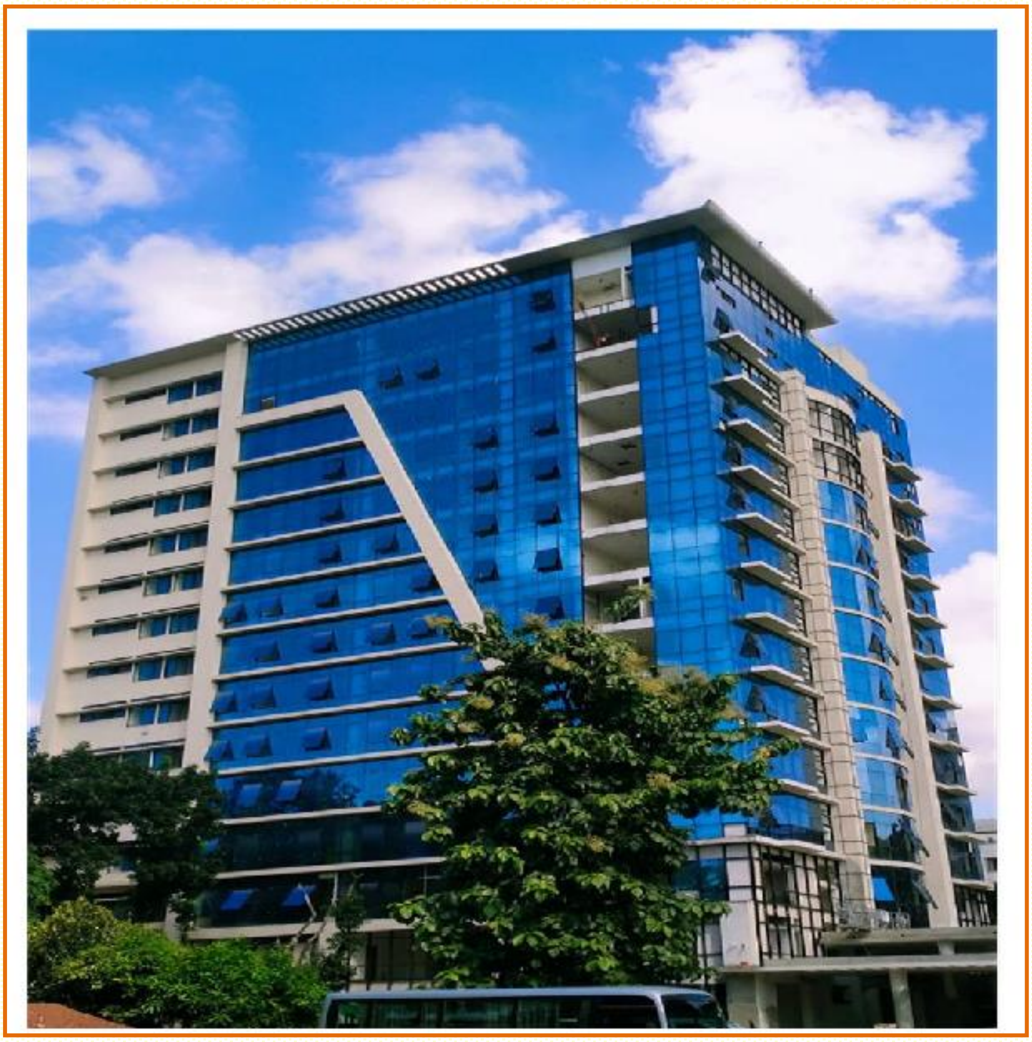

৩.৩ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের ৩২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের আওতায় প্রণীত আইন ও বিধি, সেক্টর পরিকল্পনাসহ কর্মকৌশল (Strategic Plan) এর মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি), ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যমান বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, ধর্ম,সংস্কৃতি ও বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৩৬.৪১% শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ-এর আওতায় ১) শিক্ষা ২) ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন ৩) সামাজিক সুরক্ষা ৪) স্বাস্থ্য ৫) সাধারণ সরকারি সেবা এবং ৬) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি মোট ০৬টি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত। এ সকল সেক্টরের মাধ্যমে ৩২টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ,অনুমোদন ও বাস্তবায়নে এ বিভাগ সার্বিক সহায়তা করে থাকে।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যপরিধি

- সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন উপ-খাতের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সারপত্র সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে কার্যাবলী সম্পাদন;
- সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও অর্জিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন;
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাভুক্ত সেক্টরসমূহের জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও একনেক এর বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক অর্তায়নে গৃহিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;
- বৈদেশিক অর্থায়ন (ঋণ/অনুদান) চুক্তি ও নেগোসিয়েশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ,
- প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সেক্টর: শিক্ষা

বাংলাদেশের মানবপুজিঁ শক্তিশালী করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) মেয়াদে পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির জন্য শিক্ষা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে মানবপুজিঁ উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। সরকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সাথে মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষায় ভর্তি বাড়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। শ্রমশক্তির যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সঠিক দক্ষতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্যান্য দক্ষতা কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিক্ষা সেক্টরের জন্য ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এমটিবিএফ এর প্রক্ষেপণ যথাক্রমে ২৬০৭০.০০ কোটি, ৩২৫৯০.০০ কোটি টাকা ও ৪০২০০.০০ কোটি, (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা-৫৮০)।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা সেক্টরের প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’ প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য

ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে শিক্ষা সেক্টরে ১১৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৭২২৯.৯১ কোটি (জিওবি: ১৩৯৭৩.৩২ কোটি এবং প্রকল্প অনুদান ৬০৭৭.৮৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ১১৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১০৭টি বিনিয়োগ, ০২টি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ১০টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়ন

'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকল্পে সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে একটি দক্ষ, সমন্বিত এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুবান্ধব শিক্ষা নিশ্চিতসহ শিক্ষা বৈষম্য হ্রাস করার নিমিত্ত "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)", "চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চলমান ০৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮১২১.১০ কোটি (জিওবি: ৫৭৬৮.৮২ কোটি এবং প্রকল্প অনুদান ২৩৫২.২৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যায়ে দেশব্যাপী নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করা, বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)', 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত), নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোয়ন্নন চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত), সরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কলেজ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান, গবেষণাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং উচ্চশিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শক্তিশালীকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানসহ প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক/একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে চলমান ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৫০১.৯৫ কোটি (জিওবি: ৫১৩৮.৬৭ কোটি এবং প্রকল্প অনুদান ৩৬৩.২৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন

উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যতার হার হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার TVET (Technical and Vocational Education and Training) খাতকে ফোকাস সেক্টর হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ লক্ষ্যে সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৮০০টি মাদ্রাসায় নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণকল্পে "নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প এবং সারা দেশের এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসসমূহের শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ

ও বিতরণ সম্পন্ন করার নিমিত্ত “মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এমইএমআইএস সাপোর্ট স্থাপন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা সেক্টরে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে। সারাদেশের মসজিদ, মন্দির এবং প্যাগোডার অবকাঠামো ব্যবহার করে শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন, গীতা ও ত্রিপিটক অবলম্বনে সাধারণ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। রিসোর্স সেন্টার কাম শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনার মাধ্যমে সারাদেশে ৭৬৬৭০ জন আলেম-উলামা, বেকার নারীপুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে “মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৭ম পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, “মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়)”, “প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের চলমান ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৫৯৯.৮৩ কোটি (জিওবি: ২০৬৭.৮৫ কোটি এবং প্রকল্প অনুদান ৫৩১.৯৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪টি প্রকল্পের অনুকূলে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৭৮৬.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

চিত্র: পিইডিপি ৪ এর আওতায় চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত সাত ভাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের নতুন ভবন

টেক্সটাইল শিক্ষার উন্নয়ন

বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ খাতে ৫ (পাঁচ) টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও বরিশাল) টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, মাদারীপুর, সিলেট এবং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সুনামগঞ্জ, খুলনা, পিরোজপুর, মেহেরপুর, বরিশাল এবং সিলেট এ নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। নোয়াখালীসহ গৌরনদী, ভোলা, জামালপুর, নওগাঁ (মান্দা), লালমনিরহাট, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জে নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চলমান ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ২১১.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

শিক্ষা সেক্টরের অন্যান্য উদ্যোগসমূহ

শিক্ষা সেক্টরে গৃহীত উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ বাজার চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। (তথ্যসূত্র: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি)।

সেক্টর-১২: ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন

বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' এর সফল বাস্তবায়ন ও 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' অর্জনের জন্য মূল চালিকাশক্তি, ধারক ও বাহক হলো দক্ষ এবং মানসিক ও নৈতিকভাবে উন্নত মানবসম্পদ। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্পষ্ট। নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়সমূহের এসব কার্যক্রম ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বিনোদন শ্রেণিতে বিন্যস্ত। উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ হলো: (১)যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; (২)ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (৩)সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (৪) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় থেকে প্রদত্ত সেবা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিক সমাজ তৈরিতে সাহায্য করে। যুব সমাজ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যমে তাদেরকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণসহ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন। নাগরিকদের বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধূলা অত্যন্ত জরুরি। ধর্ম নাগরিকদের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের মধ্যমে নৈতিক মান উন্নয়ন, উন্নত মানবিক মূল্যবোধ, দায়িত্বশীল আচরণ ও উত্তম চরিত্র গঠণে বিশেষ অবদান রাখে। সংস্কৃতি বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি এবং তা অর্জনে নাগরিকদের সদিচ্ছাকে জাগ্রত করে। পরিশেষে, সঠিক তথ্যের সহজলভ্যতা দেশে এবং দেশের বাইরে বসবাসরত সকল নাগরিককে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

এ সেক্টরের আওতায় ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতে গৃহীত সকল অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	২০২৪-২৫ খ্রি.
আর্থিক প্রক্ষেপণ	৩৮৮০.০০

ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন সেক্টরের আওতায় (০১) ক্রীড়া (০২) শিল্প ও সংস্কৃতি (০৩) যুব উন্নয়ন (০৪) গণযোগাযোগ ও (০৫) ধর্ম বিষয়ক সাব-সেক্টরের প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে। এ সেক্টরের আওতায় ০৪ টি মন্ত্রণালয় ক) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঘ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর ৪৮ (আটচল্লিশ)টি (বিনিয়োগ ৪৬টি + কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্পের বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৩৪৯১.৮৭ কোটি(জিওবি ২৭০৯.১০ কোটি + প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৭৮২.৭৭ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ সেক্টরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

এ সেক্টরের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি'তে জিওবি অর্থায়নে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তলিকায় ৭৬টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তলিকায় ৪টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প (বিনিয়োগ) সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মন্দির, মসজিদ এবং প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা চলমান রয়েছে। তাছাড়া, দেশের সঠিক ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সারাদেশের ২৭৪১টি মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের লক্ষ্যে সম্প্রতি সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে মসজিদ অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রায়ই ০১(এক) কোটি ২২(বাইশ) লক্ষ শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান, নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার কাম-শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা এবং সারাদেশে ৭৮৬৬৭০ জন আলেম ওলামা, বেকার নারী-পুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যাক্রম-৮ম পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এখাতের আওতাধীন। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব সেক্টরে বেশ কিছু ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করাসহ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতি কর্মকান্ডকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

দেশের জনসংখ্যার প্রায়ই ৩৩ শতাংশ যুব-যুব মহিলা। তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া সেক্টরের আওতায় ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও ক্রীড়ার ভৌত অবকাঠামো গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। খেলার মান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে যুব সমাজের নিকট ক্রীড়ার সুবিধাদি পৌঁছানোর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সেক্টরের আওতায় সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই সেক্টরভুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিএফডিসি, গণসংযোগ অধিদপ্তর এর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ হলো সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নানাবিধ প্রচারণা ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা । এছাড়া ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশে গুরুত্বপূর্ণ নীতি, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

সেক্টর-১৫: সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গরিব অসহায় ও দুঃস্থ জনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে। ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে অতিদারিদ্র্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সরকার দৃঢ়ভারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। দেশের অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম নীতি হলো সামাজিক সুরক্ষা প্রদান। সামাজিক সুরক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়ন। বাংলাদেশ এর জিডিপির শতকরা ২.২ ভাগ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় করা হয়ে থাকে (সূত্র: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, ইংরেজি সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭১১-৭১২) ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	২০২৪-২৫ খ্রি.
আর্থিক প্রক্ষেপণ	১২১৭০.০০

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে সামাজিক সুরক্ষা সেক্টরের আওতায় (০১) সমাজকল্যাণ (০২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক (০৩) মুক্তিযুদ্ধ (০৪) দুর্যোগ ও ত্রাণ (০৫) খাদ্য নিরাপত্তা (০৬) বেকারত্ব (০৭) বার্ধক্য ও (০৮) প্রতিবন্ধী সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সেক্টরের আওতায় ০৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা- ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঘ) স্থানীয় সরকার বিভাগের মোট ৪৪(চুয়াচল্লিশ)টি (বিনিয়োগ ৩৯টি + কারিগরি সহায়তা ৫টি) অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত ৩৩০৪.৪৯ কোটি টাকা(জিওবি ২৮৮৬.৭৫ কোটি + প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৪১৭.৭৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে জিওবি অর্থায়নে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ৫৫টি, বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তলিকায় ২টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ সেক্টরের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ০৭টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ০৫টি + কারিগরি সহায়তা ০২টি) সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় রয়েছে।

এ সেক্টরের আওতায় দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান। বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত অধিকাংশ প্রকল্প এতিম, প্রতিবন্ধী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

এছাড়া এ সেক্টরের লক্ষ্য হলো নারীর উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের বিকাশ সাধন। এর আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর নায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিতকরত সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এসব বিনিয়োগ ও কারিগরি প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শিশুরাই আগামীর কর্ণধার বিবেচনায় শিশুর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সেক্টর-১৫: স্বাস্থ্য

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) স্বাস্থ্য খাতের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবার মান সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্তরে পৌঁছানো এবং তা সমুন্নত রাখার নিমিত্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি পর্যায়ে বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল, জাতীয় ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের সেবার মান উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে অটোমেশন করা, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে দক্ষ ও জনবান্ধব করা এবং বিশেষায়িত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে দক্ষ পেশাদারী জনবল বৃদ্ধি করাসহ স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম লক্ষ্য হলো- পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন, বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন-মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4^{th} HPNSP) ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৫ম সেক্টর কর্মসূচি (5th HPNSP)'র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেক্টরকে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করে এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (4th HPNSP)-আওতায় ৩১টি অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি)সহ আরএডিপিতে স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ৫৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ সর্বমোট ৬২টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৯৩৭৪.৩৯ (জিওবি ১০৭৫৮.৩৫ কোটি ও প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৮৬১৬.০৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে একনেক কর্তৃক ১৭টি ও মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ৯টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য সেক্টরের অধীন স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সাব-সেক্টরসমূহের আওতায় নতুন অননুমোদিত ৪২টি প্রকল্প এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৬টিসহ মোট ৪৮টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র: কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চিত্র: আর্ম ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি (এএফপি) এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন

সেক্টর-০১: সাধারণ সরকারি সেবা

জনপ্রশাসনের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন বিশেষতঃ অনলাইন ভ্যাট আদায় ও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সুযোগ তৈরি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, বীমা খাতের উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রতিযোগিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর অধিকতর সংস্কার ও ই-জিপি সম্প্রসারণ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের নিকট সরকারের প্রশাসনিক সেবা যথাসময়ে ও দক্ষতার সাথে পৌছে দেয়াই এর মূল উদ্দেশ্য।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ সরকারি সেবা খাতের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো সরকারি খাতের সক্ষমতা তথা প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত অন্যান্য কার্যক্রম হচ্ছে: দুর্নীতি দমন, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন, তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ ও তথ্য কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর শক্তিশালীকরণ, গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাধারণ সরকারি সেবা খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০২৪-২৫
প্রক্ষেপণ	১৬.০১

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডেভেলপমেন্ট রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক এ ১০৪টি সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি সাধারণ সরকারি সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলো হচ্ছে: সূচক ৩: মোট বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে): (ক) বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে), (খ) সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে), (গ) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) (জিডিপির % হিসেবে), সূচক ৫: মোট রাজস্ব (জিডিপির % হিসেবে): (ক) কর রাজস্ব (জিডিপির % হিসেবে), সূচক ৬: সরকারি ব্যয় (জিডিপির % হিসেবে), সূচক ৭: সরকারি বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) (জিডিপির % হিসেবে), সূচক ৮৫: লিঙ্গভেদে একটি মোবাইল টেলিফোন আছে এরূপ ব্যক্তিদের অনুপাত, সূচক ৮৬: মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত, সূচক ৮৮: প্রতি ১০০ জনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, সূচক ৯৫: ই-ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, সূচক ৯৬: তথ্য অধিকার আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জবাবের সংখ্যা, সূচক ১০২:

সরকারি সেবা গ্রহণের সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত, সূচক ১০৩: এডিপি ও বাজেট সহায়তার অংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা, সূচক ১০৪: মোট বৈদেশিক সহায়তায় (ক) রেয়াতি ঋণ (খ) অনুদান এর শতকরা হার।

সাধারণ সরকারি সেবা খাতের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বেশ কয়েকটি অভীষ্টের যোগসূত্র রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: অভীষ্ট ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অভীষ্ট ১৬: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, অভীষ্ট ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় (০১) প্রশাসনিক ও নির্বাহী (০২) সাধারণ সরকারি সেবা (০৩) আর্থিক, রাজস্ব ও বৈদেশিক সম্পর্ক সাব-সেক্টরের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ সেক্টরের অনুকূলে মোট ২,১৩৩.৩৬ কোটি (জিওবি ১,৩০৭.২২ কোটি + প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৮২৬.১৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মোট ৩৪টি (বিনিয়োগ ২০টি + কারিগরি সহায়তা ১৪টি) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সেক্টরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৬.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ ছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি'তে জিওবি অর্থায়নে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১২টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ সেক্টরের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ০৪টি (বিনিয়োগ ০৩টি + কারিগরি সহায়তা ০১টি) প্রকল্প সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সার্পোট প্রোগ্রাম; ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্রেটেজি সাপোর্ট প্রজেক্ট ফেজ-২; বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) (২য় পর্যায়); পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Capacity Building of Government Officials in Public Investment; কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (এসডিবিএম) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়); অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Support to Sustainable Graduation Project; অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প-১: ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো; সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকনমিক কোঅপারেশন (SASEC) ইনটিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইত্যাদি প্রকল্প অন্যতম।

সেক্টর-১৪: বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর মন্ত্রণালয়/বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্মার্ট উদ্ভাবন কৌশলের ব্যবহার; মানবসম্পদকে উন্নততর করে গড়ে তোলা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন এর মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সহায়তা করা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা; দেশজ বাজারকে ভবিষ্যতের বৃহৎ অর্জনের প্রাথমিক সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারপূর্বক বিশ্বব্যাপী সফলতার গৌরবগাঁথা সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে বেগবান করা; চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নতুনত্বের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা অর্জন ও তার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো ইত্যাদি কৌশল গ্রহণ করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের আওতায় (০১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং (০২) তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সাব-সেক্টরের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সেক্টরের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৪,৭৮৬.৯২ কোটি (জিওবি ৩,৭৬১.৬২ কোটি + প্রকল্প ঋণ/অনুদান ১,০২৫.৩০ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মোট ৪৪টি (বিনিয়োগ ৪১টি + কারিগরি সহায়তা ০৩টি) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সেক্টরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে জিওবি অর্থায়নে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় মোট ৪৬টি এবং বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ০৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য,

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ সেক্টরের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২১টি (বিনিয়োগ ১৮টি + কারিগরি সহায়তা ০২টি+ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ০১টি) প্রকল্প সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন এবং ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী বিসিএসআইআর কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২য় পর্যায়ের প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অফসাইট পানি সরবরাহের সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প, ইনস্টিটিউট অব ন্যানোটেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প, নিনমাস, ঢাকা এবং ইনমাস, চট্টগ্রামে জিনোম সিকোয়েন্সিং ফ্যাসিলিটিস স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে Establishing Digital Connectivity (EDC) ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল অর্থনীতি প্রসারের সহায়ক পরিবেশ তৈরি, সরকারকে ডিজিটাল ও অর্থনীতি বান্ধব করার সম্পূরক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ‘Enhancing Digital Government and Economy (EDGE)’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, দুর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি প্রদান, সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: অর্থ বিভাগের Skills For Employment Investment Program প্রকল্পের আওতায় কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

চিত্র: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৩.৪ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি:

পরিকল্পনা কমিশনের ছয়টি বিভাগের মধ্যে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ অন্যতম। এ বিভাগ এডিপিভুক্ত ১৫টি সেক্টরের মধ্যে ৩টি সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়নকাজ করে থাকে। সেক্টরগুলো হলো- ১. কৃষি ২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং ৩. পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ। দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখাসহ কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়ন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহতকরণ, নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ভূমি সেবা আধুনিকায়ন, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন, পল্লী জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যপরিধি

- সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব সেক্টরসমূহের (খাত/উপ-খাতের) স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা;
- সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা;
- সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব সেক্টরসমূহের (খাত/উপ-খাতের) অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল নির্ণয়;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি প্রণয়ন;
- উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য স্মারক ও বৈদেশিক অর্থায়ন উপযোগী প্রকল্প তালিকা প্রণয়ন;
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ও অবস্থান পত্রের উপর মতামত প্রদান;
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
- নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ, চলমান প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, উপযোজন, ব্যয় খাত সংশোধন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন;
- প্রাক-একনেক, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- এ বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাবলীর বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;
- সেক্টর এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন; এবং
- বিবিধ কার্যক্রম।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় ১. বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ২. সেচ, ৩. ফসল, ৪. পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় এবং ৫. খাদ্য ও সার মনিটরিং মোট ৫টি অনুবিভাগ রয়েছে। এ বিভাগ ৩টি সেক্টরের আওতায় ১৪টি সাবসেক্টরভুক্ত ১৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়নকাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

১. কৃষি সেক্টর:

কৃষি সেক্টর বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অর্থবছরে জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করা, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি সেক্টরের আওতায় ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ ও ভূমি মোট ৭টি সাব-সেক্টর রয়েছে।

১.১ সাব-সেক্টর: ফসল

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উন্নত ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণুজাত উদ্ভাবন ও এর দ্রুত সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা প্রদান, কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ও ভর্তুকি মূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ

এবং সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ছাড়াও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চিত্র: কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত কৃষিপন্য

১.১.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফসল সাব সেক্টরের আওতায় চলমান মোট ৬৬টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩৫০৭.৭০ কোটি (জিওবি ২৬২৩.২৯ কোটি, প্রকল্প ঋণ/অনুদান ২৩৫.৩৩ কোটি এবং নিজস্ব অর্থায়ন ০.৮০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ৪০টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় ১৬টি প্রকল্প রয়েছে।

১.১.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয় আওতায় বাস্তবায়নাধীন "Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER)"- শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করা, অভিঘাত সহনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষি লাভজনক করা, কৃষি পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। "টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন"-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উদ্যান ফসলের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হর্টিকালচার সেন্টার ও টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন করে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পুষ্টি উন্নয়ন ও সামাজিক ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। "নতুন ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন"-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে মিল রেখে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উন্নয়নসহ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মূল গবেষণা কার্যক্রমকে সহায়তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা পালন করার জন্য "কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, চর এলাকার উপযোগী আখ, পাট, কালোজিরা, ভূট্টা, মিষ্টি আলু, সূর্যমুখী, মরিচ, মটরশুটি, মুগ, সরিষা, মসুর, সয়াবিন, তরমুজ, মাল্টা, পেয়ারা ও আম চাষের ফলন বৃদ্ধি করাসহ উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে চর অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা উন্নীতকরণ করার জন্য "বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ সাব-সেক্টর : খাদ্য

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণীর নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করার লক্ষ্যে এই সাব সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

চিত্র: খালের উপর সেতু নির্মাণ চট্রগাম, সীতাকুন্ডু

১.২.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান মোট ৭টি প্রকল্পের জন্য মোট ৯৩৮.৩৫ কোটি (জিওবি ৮২.২৩ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৮৫৬.১২ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১০টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় ২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

১.২.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মেট্রিকটন ধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৪৮০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার সাইলো নির্মাণ ও কন্ট্রোল রুম, স্যাম্পল হাউজ এবং ওয়েট ব্রিজ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। “বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত, পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অন লাইন কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। “আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দেশের ৭টি ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সরকারি পর্যায়ে ৪,৮৭,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৭টি (চাল ৫টি ও গম ২টি) আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ করা হবে। উপকূলীয় ও দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় মোট ২৮০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৫ লাখ হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফুড পলিসি গবেষণা ও অনলাইন ফুড স্টক ও মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনসহ ৬টি বিভাগীয় শহরে ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৩ সাব-সেক্টর বন:

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী, কার্বন মজুদ বৃদ্ধি, নতুন চর জেগে উঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবাসস্থল এবং প্রজনন সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১.৩.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বন সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ১৭টি প্রকল্পের জন্য মোট ৭০৩.১৪ কোটি (জিওবি ২০০.৫৬ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৫০২.৫৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় মোট ১১টি এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প তালিকায় ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

১.৩.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, চট্টগ্রাম এর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ" প্রকল্পের আওতায় দেশীয়, বিলুপ্ত প্রায়, বিরল ও দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ প্রজাতির চারা উৎপাদন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১.৪ সাব-সেক্টর: মৎস্য

এই সাব সেক্টরের প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, নিমগাছি এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৪.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের মৎস্য সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬১৯.৫৩ কোটি (জিওবি ২৪৬.৫৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৩৭৩.০০ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১৩টি এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় রয়েছে ২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৪.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "সাসটেইনবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৩টি ন্যাশনাল ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্লান প্রণয়ন করা এবং এ প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে। "Project for the Improvement of Fish Landing Center of Bangladesh Fisheries Development Corporation Cox's Bazar District Project" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৎস্য আহরণোত্তর অপচয় হ্রাস করার লক্ষ্যে নতুন ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার ভবন নির্মাণ, মৎস্য অবতরণের কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ইস্পাতের অস্থায়ী শেড ও মাছের বাজার নির্মাণকাজ চলমান আছে।

১.৫ সাব-সেক্টর: প্রাণিসম্পদ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ উন্নত ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ, মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন

১.৫.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাণিসম্পদ সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫২৩.৭৪ কোটি (জিওবি ৪৮৮.৭৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ১০৩৫.০১ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১১টি এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় রয়েছে ৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৫.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫০০ ভ্যালু চেইন ভিত্তিক প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন ও উৎপাদিত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ তৈরি; ১০০টি ছোট আকারের কারখানায় ফিড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি স্থাপনে ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান; ৩৬০ জন পশুখাদ্য উৎপাদন উদ্যোক্তাকে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) তৈরির যন্ত্রপাতি স্থাপনে ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান; ৪৬৬টি উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন; ল্যাবরেটরির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ২০টি পিট (ওয়েস্ট ডিসপোজাল) স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। "পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী ভ্যাক্সিনেটর নিয়োগের মাধ্যমে দেশব্যাপী গবাদিপ্রাণির টিকা প্রদান; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই এবং নমুনা সংগ্রহ; পিপিআর ও ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি; সিডিআইএল (সেন্ট্রাল ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি) এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়; কৃমিনাশক ও হেল্থ কার্ড বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

১.৬ সাব-সেক্টর: সেচ

কৃষি খাতে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। সেচের পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্তমানে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ চার্জ হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশের আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৬৬% জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির মধ্যে ৭২.৫% ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে এবং ২৭.৫% ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে এনে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং সেচের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ সাব সেক্টরে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভাটিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টংগিবাড়ী উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ

১.৬.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে সেচ সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ৩৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫৬৯.৭৯ কোটি (জিওবি ২৩৬৩.৬১ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ২০৬.১৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় মোট ১৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা ৮টি।

১.৭ সাব-সেক্টর: ভূমি

ভূমি সাব সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট, ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড অধুনিকীকরণ তথা জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

১.৭.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ভূমি সাব সেক্টরে আওতায় চলমান ৫টি প্রকল্পের জন্য মোট ৪৫৬.৩১ কোটি (জিওবি ৩৫১.৫১ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ১০৪.৮০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ৬টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় ১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

১.৭.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত "সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (১ম ও ২য় পর্ব)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি অফিসের কর্মপরিবেশ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে সারা দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। "গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙ্গনের ফলে দুর্গত ৪৪,৪৯৩টি পরিবারকে খাস জমিতে গৃহ

প্রদানের মাধ্যমে পুনবার্সন করা সম্ভব হবে। "ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে ৪.০৭ কোটি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টর:

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টর বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে দারিদ্র্য, জীবনমানের উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পথে পল্লী উন্নয়নকে শক্তিশালী ও টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতি তৈরি করা, পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র্য পল্লী জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পল্লী জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এ সেক্টরের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় পল্লী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক মোট ৪টি সাব-সেক্টর রয়েছে।

২.১ সাব-সেক্টর: পল্লী প্রতিষ্ঠান

পল্লী প্রতিষ্ঠান সাব-সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক, গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ,সেতু নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণসহ বিভিন্ন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে যা ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। এর ফলে শহরের আধুনিক সেবা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে যা জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

চিত্র: বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়িত সেতু

চিত্র: বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়িত পল্লী সড়ক

২.১.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত চলমান ০৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৪৯৪.৩০ কোটি (জিওবি ৫৫৫.৮৩ কোটি ও প্রকল্প ঋণ/অনুদান ১৫৫৯.৯৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১টি প্রকল্প এবং সমাপ্ত তালিকায় ২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.১.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত "দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী এলাকার বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারে বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। "বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় এলাকায় নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসনের কাজ চলমান আছে।

২.২ সাব-সেক্টর: স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও অঞ্চল ভিত্তিক পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রণ ব্রীজ পুনঃনির্মাণ, গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঘুর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন, পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ, মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা পল্লীজনপদে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ জীবনমান পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২.২.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ৮০টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৫৮৫৪.৮৬ কোটি (জিওবি ১৪০৭০.৩৪ কোটি ও প্রকল্প ঋণ/অনুদান ১৭৮৪.৫২ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ৪৯টি এবং সমাপ্ত তালিকায় ১১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.২.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩', 'রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২)', 'রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)', 'জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে। 'পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়

১৩২টি সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও ৭৫টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। 'ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৮০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

২.৩ সাব-সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন সাব-সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহ দেশের গ্রামীণ নারী-পুরুষদের টেকসই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য মূলধন সহায়তা প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

২.৩.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে চলমান ১৮টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৪২০.৩৭ কোটি (জিওবি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ২০টি প্রকল্প এবং সমাপ্ত তালিকায় ২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৩.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প", "আশ্রয়ন-২", "আমার গ্রাম আমার শহর-পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প", "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন", "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়, "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়", "সমবায়ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন", "দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা, দেশের গ্রামীণ নারী-পুরুষদের টেকসই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য মূলধন সহায়তা প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাট, ফরিদপুর ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমও চলমান আছে।

২.৪ সাব-সেক্টর: পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সাব-সেক্টরের আওতায় পার্বত্য এলাকার জনগণের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। পার্বত্য জেলার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক উন্নয়ন, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাষ্টারড্রেইন নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৪.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক সাব-সেক্টরে চলমান ৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ২০০.১৮ কোটি (জিওবি ১৬৫.৫২ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৩৪.৬৬ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ৪টি প্রকল্প এবং সমাপ্ত তালিকায় ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৪.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক সাব-সেক্টরভুক্ত তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট এন্ড ওয়াটারসেড ম্যানেজমেন্ট ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্স (CRLIWM-CHT) (এলজিইডি অংশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অংশ) প্রকল্পসমূহ পার্বত্য এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে।

৩. সেক্টর: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ

পরিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা তথা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্পসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। পানি সম্পদের উন্নয়ন, সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-খাতের

চাহিদা পূরণ, বিশেষ করে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখার জন্য সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশের নদীগুলির তলদেশ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদী খনন অপরিহার্য। একইসঙ্গে নৌ-চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে নদীগুলির নাব্যতা রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য নদী খনন গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১ সাব-সেক্টর: পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন:

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছর তীব্র ঝড়, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের শিকার হয়। এছাড়া, বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকিতে রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩.১.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ২৬টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩২২০.৪৩ কোটি (জিওবি ২৩১৭.৩৯ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ৯০৩.০৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় মোট ১২টি এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প তালিকায় ৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩.১.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় জরিপ ছাড়াও প্রশিক্ষণ সাউন্ড লেভেল মিটার বিতরন এবং জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সারা দেশে বিশেষ করে বিভাগীয় শহরগুলিতে সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছে। "পলি ক্লোরিনেটেড বাই ফিনাইল (পিসিবি) পরিবেশ সম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় পিসিবি ব্যবস্থাপনায় আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা, পিসিবি এর পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা ও পরিত্যাজনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ সেক্টরকে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। "Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) Project" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নির্দেশিকা অনুসরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পট মনিটরিং (Spot Monitoring) এর ব্যবস্থা করা হয়। "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর দপ্তর নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০ তলাবিশিষ্ট ৭৭৪০ বর্গমিটারের (৭৫,০০০ বর্গফুট) ১টি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ; পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ডিস্ট্রিবিউশন লাইন/পাইপ স্থাপন; কম্পাউন্ড ড্রেন নির্মাণ; বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ও স্যুয়ারেজ লাইন স্থাপনসহ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ তলা ভিতবিশিষ্ট ১টি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত (৪৮৩১.০০ বর্গমিটার) নির্মাণ এবং আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্য ১টি ৬ তলা ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত (১৬৭৪.০০ বর্গমিটার) নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। "গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩,০০০টি (১,৫৬,০০০ মিটার) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে যার মধ্যে বক্স টাইপ কালভার্ট ৭,৮০০টি (৯৩,৬০০ মিটার) এবং গার্ডার টাইপ সেতু ৫,২০০টি (৬২,৪০০ মিটার)।

৩.২ সাব-সেক্টর: পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

পানি সম্পদের উন্নয়ন, সর্বোচ্চ সদ্বব্যবহার ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাব সেক্টরের (উপ-খাতের) চাহিদা পূরণ, বিশেষতঃ খাদ্য শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখার জন্য সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অনুসৃত নীতি হল: (১) শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদীর প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য উজানের দেশগুলির সংগে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ, (২) বন্যাপ্রবণ এলাকায় যথোপযুক্ত অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নদীতীর সংরক্ষণ অবকাঠামো, ড্রেনেজ স্লুইজ ইত্যাদি) নির্মাণ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও

জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, (৩) লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর অবকাঠামোর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, (৪) নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দুরীকরণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি, (৫) উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধার এবং (৬) পানি সম্পদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা। এ নীতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.২.১ প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাব-সেক্টরের আওতায় চলমান ১১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১১৭০.৫৭ কোটি (জিওবি ৯৪৯৬.৬৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প ঋণ/অনুদান ১৬৭৩.৯১ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় মোট ২১টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প তালিকায় ৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩.২.২ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, দেশের বৃহৎ নদীগুলির শাসন নিয়ন্ত্রণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছোট বড় শহর ও স্থাপনা রক্ষা, লবণাক্ততা থেকে জলাভূমি/সুন্দরবন সংরক্ষণ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, নদীগুলির নাব্যতা রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য নদী খনন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প যেমন-“চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪)” , “দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারন প্রকল্প”, “বন্যা ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন জরুরী সহায়তা প্রকল্প”, “বন্যা এবং নদী তীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচী (প্রকল্প-২)”, “প্রজেক্ট ফর প্ল্যানিং ক্যাপাসিটি এ্যনহেন্সমেন্ট এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অফ টেকনোলজি এডাপটেশন সাইকেল অন কম্প্রেহেন্সিভ নদী (রিভার) ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প”, নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর বিভিন্ন স্থান ও নদীর তীর রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ, চরে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ, নদী পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পসমূহের কাজ চলমান আছে।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

৩.৫ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ অন্যতম। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হিসেবে এ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সংগে পালন করে চলেছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, কমিশন সৃষ্টির শুরু থেকেই দেশের ভৌত পরিকল্পনা ও যোগাযোগ খাতের প্রকল্পের পাশাপাশি গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ সংক্রান্ত জনহিতকর প্রকল্প সমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের জীবন যাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সামগ্রিক পটভূমিতে দেশের জন্য টেকসই ও কার্যকর ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ।

বিভাগের উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং উন্নয়ন বাজেটে এ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের কার্যকর, সুষম ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কার্যপরিধি

- সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ/পরামর্শের আলোকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপন;
- সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহন অবকাঠামো, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন, পানি সরবরাহ, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক ভৌত অবকাঠামো খাতের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সেল এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- বর্তমানে ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব-সেক্টর (খাত/উপ-খাতের) অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ও এর বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিরূপন এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাবলী সম্পাদন;
- প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উন্নয়ন কাজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপন;
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প দলিল এ নীতিগত অনুমোদন প্রদান এবং বৈদেশিক অর্থায়ন খোঁজার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধপত্র প্রেরণ;
- ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;
- বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন। এছাড়া, একনেক সভা এবং মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন; এবং
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক চিহ্নিতকরণ ও সড়ক পরিচিতি নম্বর প্রদান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা সড়ক, ফিডার রোড-এ ও ফিডার রোড-বি, গ্রামীণ সড়ক ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং সড়ক পরিচিতি নম্বর প্রদান এবং আরএইচডি ও এলজইডি'র আওতাধীন কোন সড়ক নিয়ে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা থাকলে সে বিষয়ে নিস্পত্তিকরণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান।

ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ উইং হতে ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগে গত অর্থবছরে মোট ৩৫টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৬টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৫৪৫৫.৪৭২৬ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ৩৪৬২৪.৪২৭৫ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৮৩১.০৪৫১ কোটি টাকা কম। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উইংয়ের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৯২২১.৯৭ কোটি টাকা (৩.৩৪%) এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৯৮৩৭.৩৮ কোটি টাকা (১২.২৮%)।

ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫) প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী হতে শীতলক্ষা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫ ক) সড়ক নির্মাণ (১ম পর্ব);
- কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট প্রশস্ত খাল খনন ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
- চট্টগ্রামে ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ
- চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা);
- সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রীজ সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন;
- বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ;
- ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (জোন-এ);
- অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা এর ক্যাম্পাসে বহুতল ভবন নির্মাণ;
- কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (৩য় সংশোধিত);
- চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ-আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- বাংলাদেশ-জাপান পলিসি ল্যাব স্থাপন;
- ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- খুলনা শহরে এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ;
- সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্য উন্নীতকরণ;
- রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের বাংলো ও ডিআইজির বাংলো নির্মাণ;
- বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন;
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত);
- র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (১ম সংশোধন);
- ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি);
- কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ;
- ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
- ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন; এবং
- বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ।

চিত্র: সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

চিত্র: চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড

চিত্র: চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

চিত্র: ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ

পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ উইং হতে মোট ৬৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগে গত অর্থবছরে মোট ৩৯টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৯টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৯৫৬১.৮৯৪২ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ২৫৮৫৫.৩৯৮৬ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৪৩৭০৬.৪৯৫৬ কোটি টাকা কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উইংয়ের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৭২৭৪৯.২০ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১০৭৪৬৮.১৭ কোটি টাকা।

পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ
- বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)
- বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভূক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)
- বন্যা আক্রান্ত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুন:নির্মাণে জরুরী সহায়তা
- পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-এডিবি)
- সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (১ম সংশোধিত)
- দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার (২য় সংশোধিত)
- ঢাকা এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই (২য় সংশোধিত)
- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনেরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীজ সরবরাহ
- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শিশুপার্ক আধুনিকীকরণ।
- গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্লিনার বাসীদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ।

চিত্র: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ।

চিত্র: দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার

সড়ক পরিবহন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পাঁচটি অনুবিভাগ এর মধ্যে সড়ক পরিবহন অনুবিভাগ দেশের সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সড়ক পরিবহন সাব-সেক্টরের আওতায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত সংস্থাসমূহ সুষ্ঠু ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সেতু, ফ্লাইওভার ও টানেল, মেট্রো রেল নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সাব সেক্টরের আওতায় ৫৫০ কি:মি: ৪/৬/৮-লেন সড়ক নির্মাণ, ১৫০ কি:মি: নতুন সড়ক নির্মাণ, ১৮০০ কি:মি: জাতীয় মহাসড়ক এবং ১২৭০০ কি:মি: আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, ৩৭৫০০ মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৪১০০ মি: ব্রীজ/কালভার্ট পুন:নির্মাণ, ১১০০০ মি: ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ, ৩৭৫ কি:মি: রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ ও ৩০ টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পবিরহন উইং কর্তৃক ৩৫টি প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা আয়োজন এবং ২৮টি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ২৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২০টি নতুন ও ৮টি সংশোধিত প্রকল্প। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি-তে মোট ২৭৮০৩.৪৫ কোটি টাকা (জিওবি ২১১০৭.০১ কোটি ও প্রকল্প ঋণ ৬৬৯৬.৪৪ কোটি) বরাদ্দ রয়েছে।

সড়ক পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভেমেন্ট প্রজেক্ট (১)।
- বিআরটিসি'র জন্য সিএনজি একতলা এসি বাস সংগ্রহ।
- ২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও কালভার্ট সমূহের জরুরী পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ।
- **FDMN Component: 1**: Construction and Improvement of 3 (three) Roads Targeting Host Community under Bandarban Road Division.
- ভাঙ্গা-যশোর-বেনাপোল মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর।
- রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা মহাসড়ক (জেড-৮০৩৪)-এর ৮ম কিলোমিটারে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপরে মীরগঞ্জ সেতু নির্মাণ।

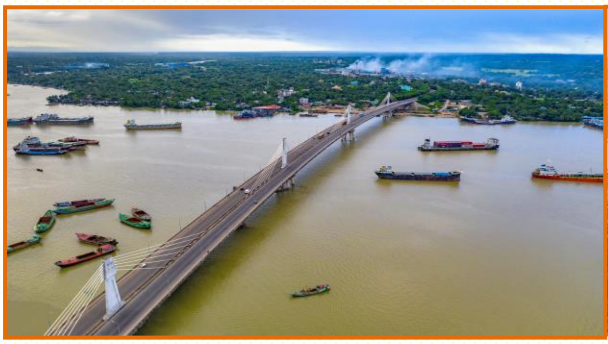

চিত্র: হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু)

চিত্র: ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা এক্সপ্রেসওয়ে

চিত্র: মিরপুর-বনানী ফ্লাইওভার

চিত্র: মধুমতি সেতু

রেল পরিবহন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেল পরিবহন উইং হতে মোট ১৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগে গত অর্থবছরে মোট ২০টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ৯টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২৫২১.৭৪৩৬ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ১২৫৮৫.৫৮৫৯ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৬৩.৮৪২৩ কোটি টাকা বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রেলপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ১৪৯৬০.০৬ কোটি টাকা (৫.৬৯%) এবং আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ১৩১১৭.৬২ কোটি টাকা (৫.৩৫%)। অপরদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ৯৪৭৩.৭২ কোটি টাকা (৩.৬০%) এবং আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ৬৫৫২.৯৫ কোটি টাকা (২.৬৭%)।

রেল পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প;
- ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ;
- খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ;
- আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ;
- আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর;
- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ;
- বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণ;

- পুরাতনব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার;
- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ);
- মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অংশ);
- পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন;
- পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ;
- আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট; এবং
- Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS)-Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) ইত্যাদি।

চিত্র: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ

চিত্র: মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার রেল লাইন নির্মাণ

যোগাযোগ অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যোগাযোগ অনুবিভাগ প্রতিরক্ষা সেক্টরের আওতাধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা সমূহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতা সহ অন্যান্য কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত "ফোর্সেস গোল ২০৩০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা ক্রয়মহাপরিদপ্তর, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লু ইকোনমির প্রসার, অন্যান্য মেরিটাইম কমিউনিটির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ প্রতিরক্ষা সেক্টরের আওতায় সামরিক প্রতিরক্ষা সেবা

এবং সশস্ত্র বাহিনী সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৫টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৪টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ১টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। উক্ত ০৫টি প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৫৭৭৯.৪১ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ৫২২৯.৫৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ৫৪৯.৮৪ কোটি টাকা কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা সেক্টরের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১০১০.৭০ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রতিরক্ষা সেক্টরের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল মোট ৯২০.০২ কোটি টাকা।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বিটিসিএল, বিটিআরসি, টেলিটক, সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণক মিশন, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস ইত্যাদি সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সমগ্র দেশব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান, সঠিক ও সময়মত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান, অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রস্তুতকরণ, ডিজিটাল ডাক পরিসেবার প্রচলন, মোবাইল যোগাযোগ ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সাব-সেক্টরের আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় সর্বমোট ৩টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এর মধ্যে ০২টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত, ০৩টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৩৯০.৫৩ কোটি টাকা। পিইসি সভায় প্রস্তাবনার আলোকে অনুমোদিত ০২টি প্রকল্পে ৪৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সাব-সেক্টরের অনুকূলে সর্বমোট ১৯টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ১২১৪৮.২২ কোটি টাকা এবং একই অর্থবছরের আরএডিপিতে উক্ত বিভাগের আওতায় ২০টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ রাখা হয় ১২৪১২.৬৯ কোটি টাকা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। এসব পরিকল্পনা কৌশলগত অভীষ্ট ও মাইলফলকগুলো অর্জনে গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলী সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিকল্পিত গৃহায়ন এবং নাগরিক সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভৌত নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের ভূমিকা অন্যতম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের আওতায় ভৌত পরিকল্পনা সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ০টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ০১টি প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৪৪৮.৪৬ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ৪৩৭.০৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ১১.৩৯ কোটি টাকা কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের আওতায় ভৌত পরিকল্পনা সাব-সেক্টরের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৫২.৩৭ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের আওতায় ভৌত পরিকল্পনা সাব-সেক্টরের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ২৬৮.৬৯ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন (২য় সংশোধিত)
- মোংলা কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট) এর অবকাঠামো উন্নয়ন
- বানৌজা শের-ই-বাংলা, পটুয়াখালী স্থাপন (১ম সংশোধিত)
- ডিজিএফআই-এর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো, মানব সম্পদ এবং কারিগরী সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি) (২য় সংশোধিত)
- আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-এ) (২য় সংশোধিত)
- তেজগাঁওস্থ বাবিবা ঘাঁটি বাশারস্থ "কমান্ড এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট" কেবাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর
- চট্টগ্রাম আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুল মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১মসংশোধিত)
- বিএএফ ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (১মসংশোধিত)
- চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন;

- কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১মসংশোধিত)
- পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন (১ম সংশোধিত)
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
- ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)
- ৫জি ’ র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন
- গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (২য়সংশোধিত)
- ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)
- ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন
- আকাশ আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বৃহৎস্কেলেরটপো গ্রাফিক্যালমান চিত্রপ্রণয়ন (২য় সংশোধিত);
- ইলেকট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (e-DP) সিস্টেম।
- বাংলাদেশের উপজেলাসমূহের ডিজিটাল মানচিত্র (টপোগ্রাফিক)
- বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১মপর্যায়);

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ হতে মোট ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মোট ১৫টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ১৫টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১৯৫৪০.৪৩ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১৫১৭২.৮১ কোটি টাকা।

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পৌরসভার সড়ক, ব্রিজ, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে। পৌরসভার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এসকল প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রস্তাবিত সড়ক, ব্রিজ, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রেইট সিডিউল অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া বিভিন্ন পৌরসভার কাজের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় রেইট সিডিউল অনুসরণ এবং দ্বৈততা পরিহার করার অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র মারফত স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি);
- নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প;
- কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ।

চিত্র: কিশোরগঞ্জ সেতু

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে কয়েকটি নব উদ্যোগ সূচনা করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল প্রকল্প সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং দেশের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের লক্ষ্যে বড় বড় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে প্রাথমিকভাবে সে প্রকল্পের নানাদিক সম্পর্কে উদ্যোগী দপ্তর সংস্থার সংগে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া এ বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত টেমপ্লেট ব্যবহারের ফলে বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের সঠিক কারণ উদঘাটন করা সহজতর হচ্ছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য একটি টেমপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Cross-Cutting Issue রয়েছে এমন সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পিইসি সভা আয়োজন করা হয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলশ্রুতিতে, উক্ত কারণসমূহ চিহ্নিত করে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যকরী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে যা দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে আরও দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন দপ্তরের রেট সিডিউল সংক্রান্ত পরিপত্র পর্যালোচনা, ডিপিপি'র ব্যয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ বিশ্লেষন, সংশোধিত ডিপিপি'র ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শন নিশ্চিত করণ, বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ক সাপ্তাহিক উপস্থাপনাসহ নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্প ও শক্তি বিভাগ

৩.৬ শিল্প ও শক্তি বিভাগের কার্যাবলি:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ০৬টি বিভাগের মধ্যে শিল্প ও শক্তি বিভাগ অন্যতম। শিল্প ও শক্তি বিভাগ ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। এ বিভাগের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দুইটি সেক্টর যথা- ১) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা, ২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহ ০৫টি অনুবিভাগ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অত্র বিভাগের অনুবিভাগসমূহ কর্তৃক বিগত ৩বছরে ৩২১টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (allocation of business অনুযায়ী):

- জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ;
- জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে পিইসি সভার পর উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন;
- পিএসসি, পিআইসি, ডিপিইসি/ডিএসপিইসি, এডিপি পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

কার্যাবলি (allocation of business অনুযায়ী):

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সেক্টরাল উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন;
- সেক্টরাল পরিকল্পনার সাথে শিল্প ও শক্তি বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয়;
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে মূল্যায়ন এবং পিইসি, এসপিইসি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যাদি;
- মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রকল্প উপস্থাপন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়নে সহায়তা;
- সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যাদি সম্পর্কিত মতামত প্রদান ও সভায় যোগদান;
- জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ;
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টর

শিল্প ও সমন্বয় উইং

শিল্প ও সমন্বয় উইং শিল্প মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২৫টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২৫২৭.৩০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে ০৭টি প্রকল্পের জন্য ৬৬.৯৬ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ০১টি প্রকল্পের জন্য ৫.০৮ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দেশের বৃহত্তম সার কারখানা পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন, ছাতকে সরকারি উদ্যোগে একমাত্র সিমেন্ট কারখানা স্থাপন, ১০ জেলায় বিএসটিআই-এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিসিক শিল্প নগরী-স্থাপন, দেশের শিল্প পরিসংখ্যান নিরূপনে অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীন ইউরিয়া সারের চাহিদা মিটানো এবং সুলভমূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক ৯,২৪,০০০ মে.টন ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী একটি নতুন গ্রানুলার ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের জন্য "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি M/S MHI, Japan and CC7, China Consortium এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটাই বাংলাদেশে প্রথম সারকারখানা যেখানে পরিবেশ দুষণকারী Carbon-Di-Oxide (CO_2) গ্যাস কে Capture করে ও ব্যবহার করে ইউরিয়া সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়াও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিবেচনায় কারখানাটিতে Double Layer Full Integrity type অ্যামোনিয়া স্টোরেজ ট্যাংক নির্মিত হয়েছে।

সাধারণ ঠিকাদার প্রিকমিশনিং ও কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ১২/১০/২০২৩ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে ইউরিয়া উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে কারখানাটি ১০০% উৎপাদন ক্ষমতায় চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কারখানাটি হতে ইতোমধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ মে. টনের অধিক সার উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি সার আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ কারখানাটি দেশের কৃষি উৎপাদন, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসা বানিজ্য সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

চিত্রঃ ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প

চিত্রঃ ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি: (Pre-Heater **এর মেকানিক্যাল ইনস্টলেশন কাজ চলমান)**

বস্ত্র, পাট, শ্রমও কর্মসংস্থান উইং

বস্ত্র, পাট, শ্রম ও কর্মসংস্থান উইং এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১০টি পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বস্ত্র, পাট, শ্রম ও কর্মসংস্থান উইং এর প্রকল্প সংখ্যা ২৬টি (বিনিয়োগ প্রকল্প-২০টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ০৬টি)। প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল-৯৩১.০১ কোটি টাকা (জিওবি-৬১৮.৯৮ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ/অনুদান-৩১২.০৩ কোটি টাকা)। প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার, গুণগত মানসম্পন্ন রেশম ও তাঁত বস্ত্র উৎপাদন, আধুনিক শ্রম বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুন:একত্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স উইং

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স উইং এর আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি (০৭টি বিনিয়োগ ও ০৫টি কারিগরি) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৩১.৫৩ কোটি টাকা। দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস পোশাক শিল্প খাতের উন্নয়ন, দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমূখীকরণ, ই-বাণিজ্যের প্রসার, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করতে এ প্রকল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পরিকল্পিত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও শিল্প বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশে রপ্তানি এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কাজ করে চলেছে।

চিত্রঃ জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন

চিত্রঃ বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তি ফলক

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টর

বিদ্যুৎ উইং

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত অর্থনীতির দেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ যোগানের লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও এ খাতে দক্ষতা আনয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও আর্থিক টেকসইতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ বাংলাদেশকে একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবেশগত টেকসই ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-SDG (২০১৬-৩০) এর অভীষ্ট-৭ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ৪০ হাজার মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনে বিদ্যুৎ খাত কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিদ্যুৎ খাতে মোট ৬৩টি (বিনিয়োগ ৫২টি, কারিগরি সহায়তা ৫টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৬টি) প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৪৫২৩৭.৬১ কোটি (জিওবি ৯৭০০.৬০ কোটি, প্রকল্প ঋণ ৩১৩৪২.০৫ কোটি এবং স্ব-অর্থায়ন ৪১৯৪.৯৬ কোটি) টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +/-১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি-ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প ও সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে কাজ করছে। বিদ্যুতের বিলিং সিস্টেমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য ও হয়রানিমুক্ত গ্রাহকসেবা প্রদানে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যমান অবকাঠামো আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ এবং সঞ্চালনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চিত্রঃ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

চিত্রঃ মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প

চিত্রঃ সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

চিত্রঃ সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +/- ১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং

তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং ০৯টি বিনিয়োগ প্রকল্পসহ মোট ১১টি প্রকল্প চলমান ছিল। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আরএডিপি'তে মোট ১০৬২.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ যার মধ্যে জিওবি ৫২০.৭৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৪১.৭৭ কোটি টাকা। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ১২টি জিওবি অর্থায়নে, ০৭টি বৈদেশিক প্রাপ্তির সুবিধার্থে এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ০৩টি প্রকল্পসহ মোট ২২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। অধিকন্তু, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি'তে এ সেক্টরের আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংস্থার নিজস্ব/গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ৫৪টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ১৬০২.৩৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্ভাব্য সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ০৯টি প্রকল্প রয়েছে।

বর্তমানে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য তেল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলনের জন্য পেট্রোবাংলার অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৮টি প্রকল্পের আওতায় ৫০টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৩টি সমাপ্ত ও ৬টি চলমান প্রকল্পের আওতায় ১৪টি কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬টি কূপ খনন করা হবে। এছাড়াও ২০২৫ হতে ২০২৮ সালের মাধ্যে ১০০টি কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশ ব্যাপী সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে জাইকার অর্থায়নে ৫.৩৭ লক্ষ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১৯.৭৮ লক্ষ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল এবং Finished Products (HSD) সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গভীর সমুদ্রে পাইপ লাইনসহ Single Point Mooring স্থাপন দেশের বিভিন্ন অংশে জ্বালনি তেল সহজ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবহন এবং বিতরণের লক্ষ্যে ট্যাংকারযোগে পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তে পাইপলাইনে তেল পরিবহণের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহণ" এবং "ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষজ্ঞিক সুবিধাদির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" চলমান রয়েছে।

সে সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালনের লক্ষ্যে "বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" ও "রংপুর-নীলফামারী-পীরগঞ্জ শহর ও তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে মেঘনাঘাট পাওয়ার হাব এলাকায় ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ও প্রকল্প এলাকায় গ্রাহকদের এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য "বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পের কার্যক্রমের চলমান রয়েছে। এসকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

চিত্র: বঙ্গোপসাগরের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বয়ার

চিত্র: গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কমিশনিং

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

978-984-35-9006-0

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.plandiv.gov.bd